সিলসিলায়ে ফয়যানে আশারায়ে মুবাশশারার ষষ্ঠ সাহাবী

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رضي الله عنه

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

‘ফয়যানে আশরায়ে মুবাশশারা’-এর ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠ সাহাবী

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رضی اللہ عنہ

উপস্থাপনায়ঃ

মজলিস মদীনাতুল-ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)

মাদানী চ্যানেলের বয়ান প্রস্তুতকারী বিভাগ

প্রকাশনাঃ

মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللهِ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللهِ

কিতাবের নাম : হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رضي الله عنه

উপস্থাপনায় : মজলিস মদীনাতুল-ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
মাদানী চ্যানেলের বয়ান প্রস্তুতকারী বিভাগ

প্রকাশনা : মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)

প্রত্যয়ন পত্র

তারিখ: ১১ রজবুল মুরাজ্জাব ১৪৩২ হিঃ (সূত্র):১৭২

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

প্রত্যয়ন করা হচ্ছে যে, কিতাব

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ

(মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক মুদ্রিত) কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ এর পক্ষ থেকে নিরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মজলিস এটিকে আকাইদ, কুফরী বাক্য, আখলাকিয়্যাত, ফিকহী মাসায়েল এবং আরবী বাক্য ইত্যাদি যথাসম্ভব যাচাই করে নিয়েছে। তবে, কম্পোজিং বা লেখনীর ভুলের জন্য মজলিস দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ (দাওয়াতে ইসলামী)
13-06-2011

E.mail: ilmia26@dawateislami.net

মাদানী আবেদন: অন্য কারো জন্য এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকা পাঠের ১৪টি নিয়ত

ফারমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ, মুসলমানের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

(আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী, হাদীস: ৫৯৪২, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৮১)

দুটি মাদানী ফুল:

❖ উত্তম নিয়ত ছাড়া কোনো নেক আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

❖ যত বেশি উত্তম নিয়ত, তত বেশি সাওয়াব।

(১) প্রত্যেকবার হামদ, (প্রসংশা) (২) সালাত, (দরুদ) (৩) তাআউয (আউযুবিল্লাহ) এবং (৪) তাসমিয়াহ(বিসমিল্লাহ) দ্বারা আরম্ভ করব। এই পৃষ্ঠার উপরে প্রদত্ত দুটি আরবী বাক্য পাঠ করলে চারটি নিয়তের উপর আমল হয়ে যাবে)। (৫) যথাসম্ভব ওযু অবস্থায় এবং (৬) কিবলামুখী হয়ে অধ্যয়ন করব। (৭) কুরআনের আয়াত এবং (৮) হাদীস শরীফের যিয়ারত করব। (৯) যেখানে যেখানে "اللّٰه" এর পবিত্র নাম আসবে সেখানে "عَزَّوَجَلَّ" এবং (১০) যেখানে যেখানে প্রিয় নবীর সম্মানিত নাম আসবে সেখানে "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" পাঠ করব। (১১) শরয়ী মাসআলা শিখব। (১২) যদি কোনো কথা বুঝতে না পারি তবে উলামায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞেস করব। (১৩) সাহাবীদের জীবনীর উপর আমল করার চেষ্টা করব। (১৪) কিতাবে কোনো শরয়ী ভুল পেলে প্রকাশককে লিখিতভাবে জানাব। (লেখক বা প্রকাশকদের কিতাবের ভুল শুধু মৌখিকভাবে বলা বিশেষ উপকারী হয় না)।

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

এই পুস্তিকা পাঠের ১৪টি নিয়ত..... ৩
আল-মাদীনাতুল ইলমিয়্যাহ..... ৬
প্রথমে এটি পড়ে নিন..... ৮
দরূদ শরীফের ফযীলত..... ৯
কুফরের ঘোর অমানিশা..... ৯
বিশ্বের সূর্যোদয়..... ১০
ইসলামের নব প্রস্ফুটিত মুকুল..... ১১
তিনি না থাকলে কিছুই থাকতো না..... ১২
সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رضی اللہ عنہ এর পরিচিতি..... ১৪
ব্যক্তিত্বের মুখে ব্যক্তিত্বের পরিচয়..... ১৫
সায়্যিদুনা যুবাইর رضی اللہ عنہ এর আকৃতি..... ১৬
বাহাদুর মা..... ১৮
প্রতিপালনের পদ্ধতি..... ১৯
মুজাহিদদের কাফেলার নেতা..... ২২
ভালোবাসার কষ্টিপাথর..... ২৩
ইসলাম ও হিজরত..... ২৬
অল্প বয়সী মুহাজির..... ২৭
বীরত্ব ও সাহসিকতা..... ২৯
বদরের যুদ্ধে কৃতিত্ব..... ৩০
ফেরেশতাদের পাগড়ি..... ৩০
কারামতপূর্ণ বর্শা..... ৩০
উহুদের যুদ্ধে সাহসিকতা..... ৩২
ইহুদী পালোয়ানদের অহংকার ধুলোয় মিশে গেল..... ৩২
সর্বাধিক সাহসী..... ৩৪
আহত শরীর..... ৩৫
আল্লাহর রাস্তায় জখম..... ৩৫
যুবাইর বিন আওয়ামের পরিবার..... ৩৭
সন্তান-সন্ততি..... ৩৭
হিজরতের পর প্রথম সৌভাগ্যবান নবজাতক..... ৩৮
মাদানী চিন্তা..... ৩৯
ফযীলত ও মর্যাদা:..... ৪২
জান্নাতের সুসংবাদ:..... ৪২

www.dawateislami.net

দুনিয়া ও আখিরাতের সাহায্যকারী.....৪২
জান্নাতী প্রতিবেশী.....৪৪
জিবরাইল عَلَیْہِ السَّلَام এর সালাম:.....৪৫
রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর (আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত) বলা:.....৪৬
দ্বীনের স্তম্ভ.....৪৭
সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি.....৪৭
সততা.....৪৭
সফল ব্যবসায়ী.....৪৮
দান-সদকা.....৪৮
মক্কা বিজয়ের সময় বাহিনীর বাম পার্শ্বের সেনাপতি.....৪৯
বদরের যুদ্ধের অশ্বারোহী.....৪৯
গনীমতের সম্পদে অংশ.....৫০
রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ডাকে সাড়া দানকারী:.....৫০
ইখলাসের (একনিষ্ঠতা) সাক্ষ্য.....৫১
(জমিন দ্বারা গ্রাসকৃত) উপাধিতে (স্মরণ) করা হয়.....৫৪
সায়্যিদুনা যুন-নূরাইন এর সাক্ষ্য:.....৫৬
জ্বীনদের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ:.....৫৭
আল্লাহর ভয়.....৫৯
হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা.....৫৯
তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ.....৬১
আশারায়ে মুবাশশারার সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ দশটি ফযীলত.....৬১
শাহাদাত.....৬৩
হত্যাকারীকে জাহান্নামের সংবাদ.....৬৪
ঋণ পরিশোধ.....৬৪
তথ্যসূত্র ও বিজ্ঞাপন.....৬৭

দুনিয়া মু'মিনের জন্য কয়েদখানা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, সরকারের মদীনা, صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "দুনিয়া মু'মিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৯৫৬, পৃষ্ঠা ১৫৮২)

www.dawateislami.net

আল-মাদীনাতুল ইলমিয়্যাহ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযভী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَبِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন 'দাওয়াতে ইসলামী'–নেকীর দাওয়াত, সুন্নাহর পুনরুজ্জীবন এবং শরীয়তের জ্ঞানের প্রচারকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প রাখে। এই সমস্ত কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য অসংখ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বিভাগ হলো "আল-মাদীনাতুল ইলমিয়্যাহ", যা দাওয়াতে ইসলামীর উলামা ও মুফতিয়ানে কেরাম كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى এর সমন্বয়ে গঠিত। এই মজলিসটি খাঁটি ইলমী, গবেষণামূলক এবং প্রকাশনামূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এর নিম্নোক্ত ছয়টি বিভাগ রয়েছে:

(১) কুতুবে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বিভাগ
(২) দরসী কুতুব বিভাগ
(৩) ইসলাহী কুতুব বিভাগ
(৪) তারাজুমে কুতুব বিভাগ
(৫) তাফতীশে কুতুব বিভাগ
(৬) তাখরীজ বিভাগ

www.dawateislami.net

"আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা" এর প্রথম অগ্রাধিকার হলো সরকারে আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পারওয়ানা-এ-শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদ'আত, আলিমে শরীয়ত, পীরে তরীকত, বা'ইসে খায়র ও বরকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল-হাফিয আল-ক্বারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মূল্যবান রচনাসমূহকে বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী যথাসম্ভব সহজ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা। সকল ইসলামী ভাই ও বোনেরা এই ইলমী, গবেষণামূলক এবং প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করুন এবং বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবসমূহ নিজেরাও অধ্যয়ন করুন এবং অন্যদেরও এর প্রতি উৎসাহিত করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه "দাওয়াতে ইসলামীর, " আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা" সহ ", সকল বিভাগকে দিনরাত ক্রমাগত উন্নতি দান করুক এবং আমাদের প্রতিটি নেক আমলকে একনিষ্ঠতার অলঙ্কারে সজ্জিত করে উভয় জাহানের কল্যাণের কারণ বানিয়ে দিক। আমাদের যেন সবুজ গম্বুজের ছায়াতলে শাহাদাত, জান্নাতুল বাকীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান নসীব হয়।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মুবারক ১৪২৫ হিঃ

www.dawateislami.net

প্রথমে এটি পড়ে নিন

নবুয়তের ফয়েয দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং মহান প্রতিপালক এর সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রাপ্তদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের গণনা প্রথম সারিতে হয়ে থাকে। তাঁদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাঁদের অগণিত দ্বীনী খিদমতের জন্য দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম অনেকেই আছেন, কিন্তু এমন দশজন মহান ও সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রয়েছেন, যাঁদেরকে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বর শরীফে দাঁড়িয়ে একসাথে নাম ধরে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এই সৌভাগ্যবানদেরকে "عَشَرَةٌ مُبَشَّرَہ" (আশারায়ে মুবাশশারাহ) বলা হয়, যাঁদের সম্মানিত নামগুলো হলো:

(১) হযরত আবু বকর সিদ্দীক, (২) হযরত উমর ফারূক, (৩) হযরত উসমান গণী, (৪) হযরত আলী মুরতাযা, (৫) হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, (৬) হযরত যুবাইর বিন আওয়াম, (৭) হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ, (৮) হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, (৯) হযরত সাঈদ বিন যায়দ, (১০) হযরত আবু উবাইদাহ্ বিন জাররাহ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان।

(সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩৭৬৮, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২১৬)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর বিভাগ মাদানী চ্যানেলে উম্মতে মুসলিমাকে দরবারে নবুওয়াতের এই উজ্জ্বল তারকাদের জীবনীর সাথে পরিচিত করার ধারাবাহিকতা চলমান রয়েছে। মজলিসে মদীনাতুল

www.dawateislami.net

ইলমিয়্যাহর বিভাগ 'বায়ানাতে মাদানী চ্যানেল' এর মাদানী উলামায়ে কেরাম كَثَّرَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে এই পুস্তিকাটি সেই ধারাবাহিকেরই একটি অংশ। আল্লাহ পাক "দাওয়াতে ইসলামী"-র, বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাক সহ অন্যান্য সকল বিভাগকে দিনরাত ক্রমাগত উন্নতি দান করুক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা সংস্থা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা "জান্নাতী মহলের সওদা" এর ১ নং পৃষ্ঠায় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযভী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, রাসূলে আনওয়ার, মাহবুবে দাওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: "আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর মহব্বতকারী যখন একে অপরের সাথে মিলিত হয় ও মুসাফাহা করে এবং নবী করিম এর উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

(মুসনাদে আবী ইয়া'লা, হাদীস ২৯৫১, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৫)

কুফরের ঘোর অমানিশা

ষষ্ঠ শতাব্দীতে শিরক ও মূর্তিপূজার ব্যাধি পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় কোনায় মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সৃষ্টির সাথে

তার প্রকৃত স্রষ্টার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাদের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এমন ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছিল, যার কল্পনাও পবিত্র আত্মাদের জন্য কম্পন সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেই যুগে চারদিকে ছিল ঘোর অমানিশার (অন্ধকার রাতের) রাজত্ব। মানুষ কেবল আল্লাহকে ভুলে যায়নি, বরং নিজেকেও ভুলে গিয়েছিল। উদাসীনতা ও পথভ্রষ্টতার গহীন পথে সে এটুকুও ভুলে গিয়েছিল যে, সে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির এক অনন্য নিদর্শন এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল এটাই যে, সে তার স্রষ্টা ও মালিককে চিনবে এবং প্রেম ও ভালোবাসার অনুভূতির সাথে তাঁর মহিমা ও সৌন্দর্যের দরবারে নিজেকে উৎসর্গ করবে, আর নিজের দাসত্ব, অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশ করবে। কিন্তু হায়! শত কোটি আফসোস! এই সবকিছু করার পরিবর্তে এই দুর্বল ও অসহায় মানুষ প্রকৃত উপাস্যকে ছেড়ে দিয়ে নশ্বর সৃষ্টিকে নিজের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল এবং সম্মান ও মর্যাদার মহামূল্যবান পোশাক ছিঁড়ে ফেলে নিষ্প্রাণ পাথরের সামনে নত হয়েছিল।

বিশ্বের সূর্যোদয়

অবশেষে, মিথ্যার পর্দা ছিন্ন হয় এবং ঘোর অমানিশার অন্ধকার কেটে যায়। বাতহার উপত্যকার দিগন্ত থেকে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হিদায়াতের বিশ্বদীপ্ত সূর্যরূপে আবির্ভূত হন, যাঁর আলোতে কেবল পৃথিবীই আলোকিত হয় না,

www.dawateislami.net

বরং সৃষ্টির সাথে তার প্রকৃত স্রষ্টার ছিন্ন সম্পর্কও পুনরায় স্থাপিত হয়।

ইসলামের নব প্রস্ফুটিত মুকুল

বাতহার উপত্যকার এক যুবক যখন কুফরের অন্ধকার উপত্যকা থেকে বেরিয়ে নূরের মূর্ত প্রতীক), মহান প্রতিপালকের মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যের আহ্বানে সাড়া দিলেন, তখন মিথ্যার অন্ধকার উপত্যকায় থাকা তার চাচা তা সহ্য করতে পারল না। সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে এই সংকল্প করল যে, সে তার ভাতিজাকে বাধ্য করবে নতুন ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় পৈতৃক ধর্মে ফিরে আসতে। তাই সে ইসলামের এই নব প্রস্ফুটিত মুকুলকে একটি চাটাইয়ে পেঁচিয়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল এবং নিচ থেকে ধোঁয়া দিতে লাগল, যাতে আজকের এই মুকুল আগামীকালের সুন্দর ও সুগন্ধি ফুলে পরিণত হতে না পারে। তারপর সেই মিথ্যাচারী সত্যের পতাকাবাহীকে বলল, “যদি এই আযাব থেকে বাঁচতে চাও, তবে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।” কিন্তু যার অন্তর ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়ে যায়, তার সামনে দুনিয়ার সমস্ত কষ্ট তুচ্ছ। সে কী করে সেই ধর্মকে বিদায় জানায়, যার সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তা তাঁর সন্দেহাতীত কিতাব কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন:

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

(পারা ৩, আলে ইমরান:১৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসলামই (একমাত্র) ধর্ম।

www.dawateislami.net

চাচা সেই যুবককে আল্লাহ পাকের পছন্দের দ্বীন থেকে সরিয়ে কুফরের অন্ধকার উপত্যকায় ফিরিয়ে আনার জন্য ক্রমাগত কষ্ট দিতে থাকল। কিন্তু নবুওয়াতের এই পরওয়ানার সাহস ও দৃঢ়তার প্রতি উৎসর্গিত হোন! এই কঠিন অবস্থাতেও প্রতিবার একই উত্তর আসত لَا اَكۡفُرُ اَبَدًا (আমি কখনো কুফরী অবলম্বন করব না)। যেন তিনি বলছিলেন, যে প্রকৃত প্রেমের স্বাদ পেয়েছে, সে কখনো কুফরী অবলম্বন করে না। **(আল মুস্তদরাক, হাদিস: ৫৬০১, খন্ড ৪, পৃঃ ৪৩৬)**

মিথ্যার অন্ধকারে থাকা চাচা যখন দেখল যে তার ভাতিজা কখনো তার পৈতৃক ধর্মে ফিরে আসবে না, তখন সে অবশেষে হার মেনে নিয়ে ভাতিজাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিল। এভাবে মিথ্যার মুখ কালো হলো এবং সত্যের জয় হলো।

(মারিফাতুস সাহাবা লি আবি নাঈম, হাদিস: ৪১৩, খন্ড ১, পৃ: ১২১)

তিনি না থাকলে কিছুই থাকতো না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একদিন এই যুবকই বাতহা থেকে বাইরে দিনের বেলায় আরাম করছিলেন, তখন তিনি শয়তানের ছড়ানো এই প্রাণঘাতী গুজব শুনলেন যে (আল্লাহর পানাহ!) রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -কে মক্কার কাফিররা শহীদ করে দিয়েছে। এই দুঃখজনক খবর তার হৃদয়ে বজ্রপাতের মতো আঘাত হানল। তার মাথায় আর কিছুই এল না, কেবল এই কথাটিই যে, যার উসিলায় এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অনুভূতি পাওয়া গেছে, তাঁকে ছাড়া বেঁচে থাকার আর কী মজা! আ'লা হযরত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কী চমৎকার বলেছেন:

www.dawateislami.net

ওহ জো না থে তো কুছ না থা, ওহ জো না হো তো কুছ না হো,
জান হ্যায় ওহ জাহান কী, জান হ্যায় তো জাহান হ্যায়।

নবুওয়াতের এই পরওয়ানা যখন শুনলেন যে, জগতের প্রাণ, বিশ্বজগতের রহমত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইন্তেকাল করেছেন, তখন তিনি দৃঢ় সংকল্প করলেন যে, জগতের অধিবাসীদেরও এই ধূলার পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। এই সংকল্প করে তিনি সমস্ত মক্কাবাসীকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার আবেগ নিয়ে তরবারি বের করলেন এবং এমন অবস্থায় মক্কাবাসীর দিকে ছুটে গেলেন যে, তার শরীরে উপযুক্ত পোশাকও ছিল না। যে অবস্থায় ছিলেন, সেভাবেই বেরিয়ে পড়লেন। এক কবি কী চমৎকার বলেছেন:

বে-খতর কুদ পড়া আতিশে নমরূদ মে ইশক,
আকল হ্যায় মহওয়ে তামাশা-এ-লবে বাম আভি।

এই যুবক তখনও বেশি দূর যাননি, এমন সময় সামনেই উভয় জগতের তাজওয়ার, সুলতানে বাহরো বর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্দর চেহারা মোবারকের দীদার (দর্শন) হয়ে গেল এবং তার প্রাণে প্রাণ ফিরে এল। শাহানশাহে বনী আদম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই যুবকের অবস্থা ও আবেগ দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যুবকটি শয়তানের কারসাজির পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। সরওয়ারে কায়েনাত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সবকিছু শুনে জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কী করতে যাচ্ছিলে?” আরজ করলেন: “আমি সংকল্প করেছিলাম যে, কোনো ভেদাভেদ ছাড়াই মক্কার লোকদের তরবারির আঘাতে

www.dawateislami.net

হত্যা করতে করতে এগিয়ে যাব, রক্তের নদী বইয়ে দেব এবং কাউকেই জীবিত ছাড়ব না।” সরদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই যুবকের প্রেম ও মস্তিতে পরিপূর্ণ আবেগ দেখে মুচকি হাসলেন এবং শুধু নিজের চাদর মোবারকই দান করলেন না, বরং তাকে এবং তার তরবারিকেও নিজের দোয়া দ্বারা ধন্য করলেন।

(আর রিয়াদুন নাদরা, খন্ড ২, পৃ:২৭৪, তারিখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড ১৮, খন্ড ৩৪৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর তাজদারে রিসালাত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর প্রাণ উৎসর্গকারী এবং তাঁর শত্রুদের প্রাণ হরণ করার আবেগ রাখা এই বাহাদুর যুবককে আজ সারা দুনিয়া হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নামে চেনে।

করুঁ তেরে নাম পে জাঁ ফিদা,
না বস এক জাঁ দো জাঁহা ফিদা
দো জাঁহা সে ভী নহী জী ভরা,
করুঁ কিয়া করোরোঁ জাঁহা নহী।

সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরিচিতি

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৪৬ পৃষ্ঠার কিতাব “কারামাতে সাহাবা" এর ১২০ নং পৃষ্ঠায় শাইখুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'যমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরিচিতি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুজুর নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফু হযরত সাফিয়্যাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সন্তান।

www.dawateislami.net

এই সম্পর্কের দিক থেকে তিনি শাহানশাহে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফাতো ভাই, হযরত সায়্যিদাহ খাদীজাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ভাতিজা এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জামাতা। তিনিও 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' অর্থাৎ সেই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর অন্তর্ভুক্ত, যাঁদেরকে হুজুর নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন।

(কারামাতে সাহাবা, পৃঃ ১২০)

ব্যক্তিত্বের মুখে ব্যক্তিত্বের পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর মধ্যে এমন কিছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাঁদেরকে হুজুর নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বংশীয় সম্পর্কের সম্মানও অর্জিত হয়েছিল। হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -ও সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল আযীয বাগাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ (মৃত্যু ৩১৭ হিঃ) "মু'জামুস সাহাবা"-তে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে একটি রেওয়ায়েত (বর্ণনা) নকল করেছেন যে, হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার তাঁকে ইরশাদ করেছিলেন: "হে আমার কলিজার টুকরা! আমার এবং সরদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। রক্তের সম্পর্ক এভাবে যে, আমার বিবাহে তোমার মাতা (সায়্যিদাহ আসমা বিনতে আবী বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) রয়েছেন এবং সরদারে দো'আলম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

বিবাহে তোমার খালা উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا রয়েছেন। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক তো তুমি জানোই, অর্থাৎ আমার পিতার ফুফু উম্মে হাবীবা বিনতে আসাদ সরদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাতা সায়্যিদাহ আমিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নানী। আমার মাতা (সায়্যিদাতুনা সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) তাঁর ফুফু। তাঁর মাতা সায়্যিদাহ আমিনা বিনতে ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এবং আমার নানী হালা বিনতে উহাইব চাচাতো বোন। আর তাঁর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সম্মানিত স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাহ খাদীজাতুল কুবরা বিনতে খুওয়াইলিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আমার ফুফু। **(মুজামুস সাহাবা, হাদিস: ৭৮৭, খন্ড ২, ৪২৬)**

সায়্যিদুনা যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আকৃতি

সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এবং বিশেষ করে আশারায়ে মুবাশশারাহর জীবনীর সাথে সাথে তাঁদের চেহারার সাথে পরিচিত হওয়াও উপকারী। যেমন, বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চোখ নীল ছিল, কাঁধ কিছুটা ঝুঁকে ছিল, চুল ঘন ছিল, গালের দাড়ি হালকা ও পাতলা ছিল, গায়ের রঙ শ্যামলা (এবং এক বর্ণনায় ফর্সা) এবং শরীর এত লম্বা ছিল যে, যখন সওয়ারীর উপর আরোহণ করতেন, তখন পা মাটিতে লেগে যেত। **(তারিখুল ইসলাম লিল ইমামুয যাহাবী, খন্ড ৩, পৃঃ ৪৯৮)** চুল মজবুত ও লম্বা ছিল। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, শৈশবে আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাঁধ থেকে

www.dawateislami.net

ঝুলে থাকা চুল ধরে কোমর এ ঝুলে থাকতাম।[১] (উমদাতুল ক্বারী, খন্ড ১০, পৃঃ ৪৬৪) আর তাঁর চুল শেষ বয়স পর্যন্ত একদম সাদা হয়নি।

(আত্ব তবাকাতুল কুবরা, সংখ্যা: ৩২, খন্ড ৩, পৃঃ ৭৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হীরা খনি থেকে যখন বের হয়, তখন তা একটি মূল্যহীন পাথরের মতো থাকে। কিন্তু যখন কোনো দক্ষ জহুরীর হাতে আসে এবং সে এই অমসৃণ ও মূল্যহীন পাথরটিকে কাটে ও মসৃণ করে, তখন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ঠিক তেমনি, শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে একটি সাদা কাগজের মতো থাকে, যার উপর যা-ই লেখা হোক, তার ছাপ সারা জীবন স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এ কারণেই বুদ্ধিমান পিতামাতা সবসময় তাদের সন্তানদের ভালো প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ মনোযোগ দেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, তাদের কলিজার টুকরারা কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করলে যেন তারা দুনিয়ার উত্তাল ঢেউয়ের সামনে পর্বতের মতো অবিচল থাকে এবং তাদের দৃঢ়তায় কখনো কোনো ঘাটতি না আসে।

সন্তানদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পিতামাতা উভয়েরই। যদি একজন না থাকে, তবে অপরজনের উপর এই দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। ঠিক এমনই হয়েছিল হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সাথে, কারণ তাঁর পিতা শৈশবেই তাঁকে ছেড়ে এই নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় নেন, তখন তাঁর লালন পালনের সমস্ত

---

১. হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারক কখনো অর্ধ কান পর্যন্ত, কখনো কানের লতি পর্যন্ত হত, আর যখন বেড়ে যত তখন কাঁধ মোবারক পর্যন্ত স্পর্শ করত। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড ৩, পৃঃ ৫৮৬)

দায়িত্ব মাতা হযরত সায়্যিদাহ সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর উপর এসে পড়ে, যিনি কেবল কুরাইশ সরদারের কন্যা এবং সরওয়ারে কায়েনাত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচা সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আপন বোন ছিলেন, বরং নিজেও একজন বাহাদুর নারী ছিলেন।

বাহাদুর মা

মুসনাদে বাযযারে রয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন সরদারে মদীনা, صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কার কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে বের হন, তখন তিনি পবিত্র স্ত্রীগণ এবং নিজের ফুফু হযরত সায়্যিদাহ সাফিয়্যাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ কে একটি উঁচু ও নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করে দেন এবং তাঁদের নিরাপত্তার জন্য হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -কে নিযুক্ত করেন। ইহুদীরা যখন এ খবর জানতে পারে, তখন তারা সুযোগকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিজেদের দুষ্ট প্রকৃতির অনুযায়ী মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার নাপাক সংকল্প করে। এক ইহুদী পরিস্থিতি জানার জন্য রাসূলের পরিবারের বাসস্থান-এ লুকিয়ে উঁকি দেওয়ার নাপাক দুঃসাহস করে। কিন্তু হযরত সায়্যিদাহ সাফিয়্যাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাকে দেখে ফেলেন এবং হযরত হাসসান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -কে বলেন: “এগিয়ে গিয়ে এর কাজ (শেষ) করে দিন।” কিন্তু তিনি আরজ করলেন: “আমি এমন করতে পারব না। যদি (যুদ্ধ করার) শক্তি থাকত, তবে প্রিয় আকা মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদের ময়দানে দেখা যেত।” তাঁর এই

www.dawateislami.net

অপারগতা শুনে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا নিজেই এগিয়ে গিয়ে ইহুদীর মাথা শরীর থেকে আলাদা করে দিলেন এবং তারপর হযরত হাসসান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -কে বললেন যে, এবার এর মাথা বাইরে থাকা ইহুদীদের দিকে নিক্ষেপ করুন। কিন্তু তিনি এতেও অপারগতা প্রকাশ করলেন। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার মাথা ঘরের বাইরে ছুঁড়ে দিলেন। যখন অন্য দুষ্ট ইহুদীরা নিজেদের সঙ্গীর এই অবস্থা দেখল, তখন তারা সাথে সাথে লেজ গুটিয়ে এই বলতে বলতে পালিয়ে গেল যে, আমরা তো জানতাম যে, মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য কাউকে নিযুক্ত করা হয়নি, কিন্তু ভেতরে তো রক্ষক উপস্থিত রয়েছে।

(আল বাহরুয যখা মুসনদুয যুবাইরীনিল আওয়াম, হাদিস: ৯৭৮, খন্ড ৩, পৃঃ ১৯১)

প্রতিপালনের পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পিতার পর যখন তাঁর লালন পালনের সমস্ত দায়িত্ব হযরত সায়্যিদাতুনা সাফিয়্যাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর দুর্বল কাঁধে এসে পড়ল, তখন তাঁর নিজের দায়িত্বের খুব ভালো (অনুভূতি) ছিল। এ কারণেই তিনি হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর লালনের পালনের কোনো (ত্রুটি) হতে দেননি, অর্থাৎ এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর লালন পালন থেকে (উদাসীন) হননি। যেমন, বর্ণিত আছে যে, পিতার ইন্তেকালের পর হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের চাচা নওফল বিন খুওয়াইলিদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। একদিন তিনি খোঁজখবর নিতে

www.dawateislami.net

এসে দেখেন যে, হযরত সায়্যিদাতুনা সাফিয়্যাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا নিজের কলিজার টুকরাকে শাসন করার সাথে সাথে মারধরও করছেন। তিনি তা সহ্য করতে না পেরে বললেন, "এ কী করছেন? এমন নাজুক (ফুলের কুঁড়ি) কে কি এভাবে মারা হয়?" তখন তিনি উত্তরে এই কবিতাটি পড়লেন:

من قال اني ابغضه فقد كذب
وانما اضربه اكلي يلب
ويهزم الجيش وبات بالسلب
ولا يكن لماله خباء مخب
ياكل في البيت من تمر وحب

(অর্থাৎ, যে বলে যে আমি তাকে ঘৃণা করি, সে মিথ্যাবাদী। আমি তো তাকে এ জন্য মারছি যাতে সে বাহাদুর ও জ্ঞানী হয়। শত্রুর সেনাবাহিনীকে একাই পরাজিত করে এবং তাদের (সম্পদ) গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হিসেবে ছিনিয়ে আনে। তার সম্পদের প্রতি নজর রাখা লোকদের জন্য কোনো লুকানোর জায়গা না থাকে এবং সে স্বাধীনভাবে ঘরে খেজুর ও শস্য খায়। (যদি সে আমার অপছন্দের হতো, তবে এভাবে স্বাধীনভাবে খেত না))।

(আল আসাবা ফি তামীযিজ সাহাবা, সংখ্যা: ২৭৯৬, খন্ড, ২, পৃঃ ৪৫৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদাতুনা সাফিয়্যাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا নিজের কলিজার টুকরার যে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তার ঝলক হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর শৈশব থেকে ইন্তেকালের সময় পর্যন্ত খুব স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। যেমন

বর্ণিত আছে যে, একবার একটি ছেলে হযরত সায়্যিদাতুনা সাফিয়্যাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল: "যুবাইর কোথায়? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا" জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি তার সম্পর্কে কেন জিজ্ঞেস করছ?" সে বলল: "আমি তার সাথে (কুস্তি) করতে চাই।" তখন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا খুব খুশির সাথে জানিয়ে দিলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কোথায় আছেন। যখন সেই ছেলেটি তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাথে কুস্তি করল, তখন তিনি শুধু তার উপর (বিজয়ী) হলেন না, বরং তার হাতও ভেঙে দিলেন। সেই ছেলেটিকে হযরত সায়্যিদাতুনা সাফিয়্যাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাছে নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাকে কষ্টে (আক্রান্ত) দেখে জিজ্ঞেস করলেন:

كيف وجدت زبرا اقطا وتمرا او مشعلا صقرا

অনুবাদ: আচ্ছা, বল তো যুবাইরকে কেমন পেলে? তাকে কি (পনির) বা খেজুর ভেবে খেয়ে ফেলেছ, নাকি তাকে এমন চটপটে ও তেজী বাজপাখির মতো পেয়েছ, যে তোমাকে খেয়ে ফেলেছে? **(আল আসাবা ফি তামীযিজ সাহাবা, সংখ্যা: ২৭৯৬, খন্ড, ২, পৃঃ ৪৫৮)**

প্রথম মুজাহিদ:

তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা সাফিয়্যাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর প্রশিক্ষণ নিজের প্রভাব দেখিয়েছিল এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا শৈশবে তাঁকে যে বাহাদুরি ও বীরত্বের (শিক্ষা) দিয়েছিলেন, তা সারা জীবন তাঁর উপর (প্রভাবশালী) ছিল। এ কারণেই ইসলাম গ্রহণের পর শয়তানী গুজব শুনেই তিনি বেধড়ক নগ্ন তরবারি নিয়ে বাহাদুর

www.dawateislami.net

আরবদের নাম দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। যেমন, ইমাম আবু নু'আইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ইসফাহানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ (মৃত্যু ৪৩০ হিঃ) "হিলইয়াতুল আউলিয়া"-তে বলেন যে, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তাজদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়াত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিরাপত্তা ও সমর্থনে তরবারি উত্তোলন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ।

(হিলিয়াতুল আউলিয়া, সংখ্যা:৬, হাদিস: ২৮০, খন্ড ১, পৃঃ ১৩২)

মুজাহিদদের কাফেলার নেতা

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হলো:

من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها كان له اجرها

و مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيءً

অর্থাৎ, যে কোনো ভালো প্রথা চালু করল এবং তার উপর আমল করা হলো, তবে আমলকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব সেও পাবে এবং আমলকারীদের সওয়াবে কোনো কমতি হবে না।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ২০৩, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন ইশকে -মুস্তফা (মুস্তফার প্রেম)-এ বিভোর, সরদারে নামদার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফু সায়্যিদাতুনা সাফিয়্যাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সুযোগ্য পুত্র হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিরাপত্তা ও সমর্থনে তরবারি উত্তোলন করলেন, তখন আল্লাহ পাকের কাছে তাঁর এই আমলটি এতই

www.dawateislami.net

পছন্দ হলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত ই'লা-এ-কালিমাতুল হক (দ্বীন ইসলামের সুউচ্চতার জন্য তরবারি উত্তোলনকারী সকল মুসলমানের (প্রতিদান ও পূণ্য) এর নামে লিখে দেওয়া হলো। যেমন, ইমাম আবু জাফর মুহিব তাবারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ (মৃত্যু ৬৯৪ হিঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন হুযুর রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আত্মত্যাগের আবেগে খুশি হয়ে তাঁকে নিজের চাদর মোবারক দান করেন, তখন হযরত জিবরীল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام এই বার্তা নিয়ে খিদমতে হাজির হলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, যুবাইরকে আমাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ দিন এবং এই সুসংবাদও দিন যে, আপনার প্রেরণের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে-ই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, আল্লাহ পাক মুজাহিদদের সাওয়াওব ও প্রতিদানে কোনো কমতি না করেই তাঁকেও তা দান করবেন, কারণ তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় তরবারি উত্তোলন করেছে।" **(আর রিয়াদুন নাদ্বরা, খন্ড ২, পৃঃ ২৭৪)**

জান দে দো ওয়া'দায়ে দীদার পর,
নকদ আপনা দাম হো হী জায়েগা।

ভালোবাসার কষ্টিপাথর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এক মুহূর্তের জন্য একটু চিন্তা করুন তো, সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের আকা (প্রভু) এর মহব্বতে তরবারি উত্তোলন করলেন, তখন তাঁকে কত

www.dawateislami.net

উত্তম প্রতিদান দেওয়া হলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুজাহিদের সমান (প্রতিদান ও পূণ্য) তিনি লাভ করলেন। আর আমরা, যারা হুজুর নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উম্মতের দাবি করি, **আল্লাহ পাক** এবং তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহব্বতের দাবিও করি, কিন্তু আমরা কি কখনো নিজেদেরকে মহব্বতের কষ্টিপাথরে পরখ করে দেখেছি? যেমন, হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সুলাইমান জুযূলী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ (১৬ই রবিউল আউয়াল, মৃত্যু ৮৭০ হিঃ, মুতাবিক ১৪৬৫ খ্রিঃ) "দালাইলুল খাইরাত শরীফ"-এ শাহানশাহে মদীনা, صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহব্বত অর্জনের বিষয়ে খুব সুন্দর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার মর্মার্থ হলো:

এক সাহাবী শাহানশাহে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে আরজ করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি কখন মু'মিন হব?" এবং এক বর্ণনায় এই শব্দগুলো রয়েছে যে, "সত্যিকার মু'মিন কখন হব?" তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যখন তুমি আল্লাহ পাককে ভালোবাসতে শুরু করবে।" আরজ করলেন: "আমার আল্লাহ পাকের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক কখন প্রতিষ্ঠিত হবে?" ইরশাদ করলেন: "যখন তুমি তাঁর রাসূলকে (সবকিছুর চেয়ে) বেশি ভালোবাসবে।" আরজ করলেন: "রাসূলের ভালোবাসার হকদার কীভাবে হওয়া যায়?" ইরশাদ করলেন: "যখন তুমি তাঁর তরিকার (পথ) অনুসরণ করবে এবং তাঁর সুন্নতগুলোকে নিজের উড়না -বিছানা বানিয়ে নেবে। তোমার ভালোবাসা ও ঘৃণা এবং বন্ধুত্ব ও শত্রুতার কেন্দ্রবিন্দু তাঁরই সত্তা

www.dawateislami.net

হয়ে যাবে, তখন তুমি রাসূলের ভালোবাসার সম্মান লাভ করবে। আর মনে রেখো, মানুষের ঈমান ও কুফরের স্থান ও মর্যাদার মাপকাঠি এটাই যে, তারা আমাকে যত বেশি ভালোবাসবে, ঈমানের তত নিকটবর্তী হবে এবং যত বেশি আমার সাথে বিদ্বেষ রাখবে, ঈমান থেকে তত দূরে এবং কুফরের তত নিকটবর্তী হবে। সাবধান! তার ঈমান নেই, যে আল্লাহ পাকের মাহবুবকে ভালোবাসে না।” **(দালাঈলুল খায়রাত, পৃঃ ২০৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন! এবং নিজের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখুন যে, আমরা ভালোবাসার কোন স্তরে আছি। ভালোবাসার দাবি তো এটাই যে, যা মাহবুবের পছন্দ, সেটাই নিজের করে নেওয়া হোক এবং যা অপছন্দ, তা দেখাও যেন না হয়। কিন্তু আমরা আশেকে মুস্তফা হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও সুন্নতে মুস্তফা থেকে অনেক দূরে এবং বিদেশী সংস্কৃতি ও সভ্যতার নেশায় মত্ত। সুন্নতগুলোর উপর আমল তো দূরের কথা, ফরজগুলোও ভুলে বসে আছি। এই সবকিছু বদ-সুহবতের (খারাপ সঙ্গ) এর ফল যে, ইশকে -মুস্তফা (মুস্তফার প্রেম) এর প্রদীপ আমাদের অন্তরে ম্লান হয়ে গেছে। আসুন! কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে আশেকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যাই। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে ফরজ ও সুন্নতের উপর আমল করার স্পৃহা তৈরি হওয়ার সাথে সাথে ইশকে -মুস্তফার প্রদীপও আমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত হবে।

www.dawateislami.net

তুম মকীনে লা-মকাঁ হো, আওর হক কে রাযদাঁ হো
ইযনে রব সে গায়ব দা হো, কিয়া হ্যায় জো তুম সে নিহাঁ হো
ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা
হুব্বে দুনিয়া সে বাচা লো, মুঝ নিকেম্মে কো নিভা লো
দিল সে শয়তান কো নিকালো, আপনা দিওয়ানা বানা লো
ইয়া নবী সালাম আলাইকা...ইয়া রাসুল সালামুন আলাইকা
ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা...সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা
দরদে ইসিয়াঁ কো মিটানা, নেক মুঝকো তুম বানানা
রাহে সুন্নত পর চালানা, আপনি উলফত মে গুমানা
ইয়া নবী সালাম আলাইকা... ইয়া রাসুল সালামুন আলাইকা
ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা...সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা
সালতানাত দো না হুকুমত, দো না তুম দুনিয়া কী দৌলত
দো ফকত আপনি মুহাব্বত, আয়ে শাহানশাহে রিসালাত
ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা
আয়ে শাহানশাহে মদীনা, ইশক কা দেদো খযীনা
হো মেরা সীনা মদীনা, আরয করতা হ্যায় কমীনা
ইয়া নবী সালাম আলাইকা... ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা...সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা

(ওয়াসাঈলে বখশিশ, পৃঃ ৫৭২-৫৭৮)

ইসলাম ও হিজরত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাঁকে দশজন মহান সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মধ্যে গণনা করা হয়, যাঁদেরকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। আর তিনি সেই ছয়জন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মধ্যেও একজন, যাঁদেরকে

www.dawateislami.net

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের পর খিলাফতের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের বয়স নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি পনেরো বছর বয়সে এবং এক বর্ণনানুযায়ী আঠারো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে আরও কিছু বর্ণনাও রয়েছে, কোনোটিতে বারো বছর, আবার কোনোটিতে ষোল বছর বয়সের উল্লেখ আছে। তবে, এই বিষয়ে সকলের (ঐক্যমত) রয়েছে যে, তিনি 'সাবিকীনে আওয়ালীন' (প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী)-দের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর রাস্তায় দুইবার হিজরত করেছিলেন।

অল্প বয়সী মুহাজির

মক্কার মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুসলমানদেরকে হাবশার (আবিসিনিয়া) দিকে হিজরত করার অনুমতি দিলেন। যখন মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে জর্জরিত মুসলমানদের কাফেলা হাবশার দিকে রওনা হলো, তখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী মুহাজির ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, তিনি সেই সময়েও খুব সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যেমন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন যে, হাবশায় হিজরতকারী সকল মুসলমান (শান্তি ও নিরাপত্তায়) বসবাস করছিল। এমন সময় হাবশার এক ব্যক্তি হযরত নাজ্জাশী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করল, যার কারণে তারা

www.dawateislami.net

এত দুঃখিত হলো যে, এর আগে কখনো হয়নি। তাদের এই ভয়ও ঘিরে ধরল যে, যদি সেই ব্যক্তি হযরত নাজ্জাশী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর উপর বিজয়ী হয়, তবে হয়তো সে মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। যেমন, যখন হযরত নাজ্জাশী সেই বিদ্রোহীর দমন করার জন্য রওনা হলেন এবং নীল নদের অপর পাড়ে যেখানে সেই বিদ্রোহীর সাথে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল, সেখানে গিয়ে অবস্থান নিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان পরস্পর পরামর্শ করলেন যে, নদীর অপর পাড়ে গিয়ে কাউকে সেখানকার পরিস্থিতি জেনে আসা উচিত। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যিনি সেই সময় সকল মুহাজিরদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ছিলেন, নিজেকে এই খিদমতের জন্য পেশ করে আরজ করলেন: "এই খিদমত পালনের সৌভাগ্য আমাকে দেওয়া হোক।" তখন সকলে তাঁর কম বয়সের কারণে (আশ্চর্য) হলেন, কিন্তু তাঁর স্পৃহাকে (প্রশংসা করলেন) এবং অবশেষে তাঁর (জোর) এর কারণে তাঁকে পাঠাতে রাজি হলেন। হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে নিরাপদে সাঁতরে নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা হলো যে, একটি চামড়ার থলেতে বাতাস ভরা হলো এবং তিনি সেই চামড়ার থলের মাধ্যমে সাঁতরে সহজে নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে গেলেন এবং এমন অবস্থায় ফিরে এলেন যে, খুশিতে ফুলে উঠছিলেন এবং সকলকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ পাক হযরত নাজ্জাশী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ - কে বিজয় দান করেছেন। এই শুনে সকলে এত খুশি হলেন, যেন এর আগে কখনো হননি। **(আস সীরাতুন নববীয়া লিইবনে হিশাম, খন্ড ১, পৃঃ ৩১৫)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কম বয়সী মুহাজিরের একটি বিশেষত্ব এটাও যে, যখন দ্বিতীয়বার হিজরতের (আদেশ) হলো এবং মুসলমানরা মক্কা মুকাররমা থেকে বিদায় নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করল, তখন সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছাড়া কোনো সাহাবীই নিজের পুরো পরিবারের সাথে হিজরত করতে পারেননি, বরং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা (এক এক করে) মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেছিলেন। যেমন, বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছাড়া কোনো সাহাবীই নিজের মায়ের সাথে হিজরত করেননি। **(আল ওয়াফি বিল ওয়াফিয়্যাত, খন্ড ১৪, পৃঃ ১২২)**

বীরত্ব ও সাহসিকতা

ইসলাম গ্রহণের কারণে যেখানে অন্যান্য মুসলমানদের অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেখানে তিনিও মক্কার মুশরিকদের (অনিষ্টতা)-থেকে নিরাপদ ছিলেন না। হিজরতের পূর্বে মুসলমানরা যে (কষ্ট ও যন্ত্রণার)- শিকার ছিল, তার (অনুমান) কুফরের প্রাসাদে নেকীর দাওয়াত দেওয়া লোকেরাই করতে পারে। আর সেই সময় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ধৈর্য ও সহনশীলতার মতো গুণাবলীর অধিকারী হওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। তাই ইসলামের শুরুতে মুসলমানদের উপর অনেক কঠিন পরীক্ষা এসেছিল, কিন্তু তারা অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। আর যখন মদীনা মুনাওয়ারায় (নিয়মতান্ত্রিকভাবে) একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন তার নিরাপত্তার জন্য তারা জিহাদের

www.dawateislami.net

ময়দানে নিজেদের রক্ত দিয়ে এমন বীরত্বের (কাহিনী) রচনা করেছেন, যা দেখে দুনিয়া আজও (বিস্মিত)।

বদরের যুদ্ধে কৃতিত্ব

রমযানুল মুবারক ২ হিজরীতে যখন কাফিররা বদরের প্রান্তরে প্রায় এক হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের শেষ করে দেওয়ার নাপাক (সংকল্প)-নিয়ে (সারি বেঁধে) দাঁড়াল, তখন দ্বীন ইসলামের সিপাহীদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ তেরো জন। যেমন,

ফেরেশতাদের পাগড়ি

হযরত উবাদা বিন হামযা বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, বদরের দিন সায়্যিদুনা যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একটি হলুদ পাগড়ি শরীফ বেঁধেছিলেন এবং তার شملہ (পাগড়ির ঝুলন্ত অংশ) নিজের মুখের উপর ফেলে রেখেছিলেন। যখন ফেরেশতারা নাযিল হলেন, তখন আমরা দেখলাম যে, তাঁরাও নিজেদের মাথায় হলুদ রঙের পাগড়ির (মুকুট) সাজিয়েছিলেন।

(আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, হাদিস: ৫৬০৮, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৩৮)

কারামতপূর্ণ বর্শা

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৪৬ পৃষ্ঠার কিতাব “কারামাতে সাহাবা” এর ১২১ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: বদরের যুদ্ধে সাঈদ বিন আল-আসের পুত্র উবাইদা মাথা থেকে পা পর্যন্ত লোহার পোশাক পরে কাফিরদের (সারি) থেকে বেরিয়ে এসে খুব দম্ভ ও অহংকারের

www.dawateislami.net

সাথে বলল: "হে মুসলমানরা! শুনে রাখো, আমি 'আবু কারিশ'।" তার এই অহংকারী (আহ্বান) শুনে হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিনআওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জিহাদের আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে মোকাবেলার জন্য নিজের (সারি) থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, তার দুই চোখ ছাড়া শরীরের এমন কোনো অংশ নেই, যা লোহায় ঢাকা নয়। তিনি লক্ষ্য করে তার চোখে এমন জোরে বর্শা মারলেন যে, বর্শাটি তার চোখ ভেদ করে খুলির হাড়ে গেঁথে গেল এবং সে টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গিয়ে সাথে সাথেই মারা গেল। হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন তার লাশের উপর পা রেখে পুরো শক্তি দিয়ে বর্শাটি টানলেন, তখন খুব কষ্টে বর্শাটি বের হলো, কিন্তু বর্শার মাথা বেঁকে (বাঁকা) হয়ে গিয়েছিল। এই বর্শাটি একটি কারামতপূর্ণ (স্মারক) হিসেবে বহু বছর ধরে তাবাররুক হিসেবে ছিল। হুজুর আকদাস صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছ থেকে এই বর্শাটি চেয়ে নিলেন এবং নিজের কাছে রাখলেন। তারপর খুলাফায়ে রাশেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর কাছে একে একে (স্থানান্তর) হতে থাকে এবং এই সম্মানিত ব্যক্তিরা সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে এই বর্শাটির বিশেষ নিরাপত্তা দিতেন। তারপর হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর কাছে চলে আসে। অবশেষে ৬৮ হিজরীতে যখন বনু উমাইয়ার জালিম গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী তাঁকে শহীদ করে দেয়, তখন এই বর্শাটি বনু উমাইয়ার দখলে চলে যায়। তারপর এর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। **(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৩৯৯৮, খন্ড ৩, পৃঃ ১৮, হাশিয়াতুল বুখারী, খন্ড ২, পৃ: ৫৭০, উসদুল গাবাহ, খন্ড ৩, পৃঃ ২৪৮, ২৪৫)**

www.dawateislami.net

উহুদের যুদ্ধে সাহসিকতা

শাহানশাহে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উহুদের যুদ্ধের (শাওয়াল ৩ হিঃ) সময় এক কাফিরকে খুব দাপটের সাথে হামলা করতে দেখে হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -কে তাকে (শেষ করে দেওয়ার) (আদেশ) দিলেন। তখন তিনি চিতার মতো (দ্রুতগতি)-তে তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সিংহের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উভয়ের মধ্যে (তুমুল) যুদ্ধ হলো, এমনকি (লড়তে লড়তে) উভয়েই মাটিতে পড়ে গেলেন। কিন্তু হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (অসাধারণ)কৃতিত্বের সাথে তার (বুক) এর উপর সওয়ার হয়ে তার মাথা শরীর থেকে আলাদা করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, ফিরে আসার সময় সরদারে দো'আলম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে (উষ্ণ) (অভ্যর্থনা) জানালেন এবং তাঁর অতুলনীয় বীরত্বের পুরস্কার হিসেবে (চুম্বন) দ্বারা ধন্য করলেন এবং খুশি হয়ে বললেন: "আমার চাচা ও মামা সবাই তোমার উপর উৎসর্গিত।"

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড ১৮, পৃঃ ৩৫৯)

ইহুদী পালোয়ানদের অহংকার ধুলোয় মিশে গেল

উসাইর ইহুদীদের এক অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিখ্যাত পালোয়ান ছিল। খায়বরের যুদ্ধের সময় সে শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে জিহাদের ময়দানে এসে চিৎকার করে (রিসালাতের প্রদীপ) এর পরওয়ানাদেরকে (দ্বন্দ্বযুদ্ধ) এর দাওয়াত দিতে লাগল, অর্থাৎ লড়াইয়ের জন্য প্রতিপক্ষ (আহ্বান) করতে লাগল। আত্মত্যাগের আবেগে বিভোর হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন মাসলামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

www.dawateislami.net

এই দ্বীনের শত্রুর অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য বেরিয়ে এলেন এবং তাকে জাহান্নামের উপত্যকায় (ভ্রমণ) এর জন্য (পরকাল) এর সফরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ইহুদীদের আরেকজন নামকরা শক্তিশালী পালোয়ান ময়দানে এসে (দ্বন্দ্বযুদ্ধ) এর দাওয়াত দিল। এই ইহুদী পালোয়ানের নাম ছিল ইয়াসির। সে খুব দক্ষ (বর্শা চালক) ছিল, যার খ্যাতি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। তার (বড়াই, আত্মপ্রশংসা)-র মুখ বন্ধ করার জন্য যখন শেরে খোদা সায়্যিদুনা আলী মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم জিহাদের ময়দানে (পা) রাখতে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরজ করলেন: "হে আলী! আমি আপনাকে শপথ দিচ্ছি যে, এই না-ফরমানের মাথা (কর্তন) করার জন্য আমিই যথেষ্ট, শুধু আপনি আমাকে অনুমতি দিন।"

তখন হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কথা মেনে নিলেন। যখন ইয়াসির পালোয়ান নিজের ছোট (বর্শা)-টি ঘোরাতে ঘোরাতে এবং লোকদেরকে হাঁকাতে হাঁকাতে অহংকার ও গর্বের সাথে (ফুঁসতে ফুঁসতে) এগিয়ে এল, তখন হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -ও তার অহংকার ও গর্বে পরিপূর্ণ মাথা পায়ের নিচে পিষে দেওয়ার জন্য জিহাদের ময়দানের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মাতা যখন দেখলেন যে, তাঁর কলিজার টুকরা হাতি-সদৃশ ইহুদীর সাথে (যুদ্ধ করতে) এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি আরজ করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার ছেলে কি এই অহংকারী ইহুদীর হাতে শাহাদাতের (পানপাত্র) (পান) করবে?" তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

www.dawateislami.net

"তার কী (সাহস) যে, আপনার ছেলের চুলও বাঁকা করতে পারে? নিশ্চিতভাবেই আপনার কলিজার টুকরাই এই হাতিকে জাহান্নামে পাঠাবে।" যেমনটিই হয়েছিল, হক ও বাতিলের এই যুদ্ধে হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অসাধারণ বীরত্ব ও দক্ষতার সাথে সেই ইহুদীকে (জাহান্নামে প্রেরণ) করলেন। এতে সরদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খুশি হয়ে ইরশাদ করলেন: "আমার চাচা ও মামা তোমার উপর কুরবান।" আরও বললেন: "প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারী (বিশ্বস্ত বন্ধু) থাকে, আর যুবাইর আমার হাওয়ারী এবং আমার ফুফুর ছেলে।" **(কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াকেদী, খন্ড ২, পৃঃ ৬৫৭)**

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন ইয়াসির পালোয়ানকে জাহান্নামে পাঠিয়ে ফিরে এলেন, তখন সরওয়ারে কায়েনাত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে (আলিঙ্গন করলেন) এবং দুই চোখের মাঝখানে (চুম্বন) দিলেন।

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড ১৮, পৃঃ ৩৮১)

সর্বাধিক সাহসী

একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم -কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: "হে আবুল হাসান! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বাহাদুর কে?" তখন তিনি হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দিকে ইশারা করে বললেন: "সে, যে চিতার মতো (ক্রুদ্ধ) এবং সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড ১৮, পৃঃ ৩৮৫) (আল ওয়াফি বিল ওয়াফিয়াত, খন্ড ১৪, পৃঃ ১২২)

www.dawateislami.net

আহত শরীর

ইয়ারমুকের যুদ্ধে (রজবুল মুরাজ্জাব ১৫ হিঃ) সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে আরজ করলেন: "আপনি এগিয়ে গিয়ে হামলা কেন করছেন না, যাতে আমরাও আপনার সাথে মিলে হামলা করতে পারি?" তিনি ইরশাদ করলেন: "যদি আমি হামলা করি, তবে তোমরা আমার সাথে থাকতে পারবে না।" অতঃপর এমনটিই হয়েছিল, তিনি শত্রুর উপর এমন হামলা করলেন যে, এক প্রান্ত থেকে প্রবেশ করে (সারি) (ভেদ করে) অপর প্রান্ত থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে আসার সময় শত্রুরা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে এবং যুদ্ধ করতে করতে তাঁর কাঁধের মাঝখানে দুটি (জখম) আসে এবং একটি (জখম) আগে থেকেই ছিল, যা বদরের যুদ্ধের সময় লেগেছিল। তাঁর পুত্র হযরত উরওয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, সেই (জখম) গুলো এত গভীর ছিল যে, শৈশবে আমি সেগুলোতে নিজের আঙুল ঢুকিয়ে খেলতাম। **(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৩৯৭৫, খন্ড ৩, পৃঃ৮)**

আল্লাহর রাস্তায় জখম

হযরত হাফস বিন খালিদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন যে, মুসাল থেকে এক বৃদ্ধ আমাদের কাছে এলেন এবং তিনি আমাদের বললেন যে, আমি এক সফরে হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে ছিলাম।

এক (শুষ্ক) ময়দানে যেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি বা ঘাস বা কোনো মানুষ ছিল না, সেখানে হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন

www.dawateislami.net

আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গোসলের প্রয়োজন হলো। তিনি আমাকে বললেন যে, গোসলের জন্য একটু পর্দার ব্যবস্থা করে দাও। আমি তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করলাম। হঠাৎ আমার নজর (গোসলের সময়) তাঁর শরীরের উপর পড়ল। আমি দেখলাম, তাঁর সারা শরীরে তরবারির জখমের চিহ্ন রয়েছে। আমি তাঁকে আরজ করলাম: "আমি আপনার শরীরে যত জখমের চিহ্ন দেখেছি, কারো শরীরে আজ পর্যন্ত দেখিনি।" তিনি বললেন: "তুমি কি দেখে ফেলেছ?" আমি হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলাম। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরশাদ করলেন: "আল্লাহ পাকের এর কসম! প্রতিটি জখম আল্লাহ পাকের রাস্তায় নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সান্নিধ্যে থেকে লেগেছে।" **(আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, হাদিস: ৫৬০৪, খন্ড ৪, পৃঃ ৪৩৭)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আল্লাহর রাস্তায় কী ধরনের (কষ্ট) (সহ্য) করতেন! হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনীর এই অংশ থেকে আমরা এই মাদানী ফুল পাই যে, মাদানী কাফেলায় সফর করার সময় যদি মালপত্র চুরি হয়ে যায় বা কোনো আঘাত লাগে বা মশার কামড়ের কারণে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, তবে (প্রবৃত্তি) ও শয়তানের (প্ররোচনায়) এসে অধৈর্য হয়ে নিজের সওয়াব নষ্ট করবেন না, বরং নিজের মনকে এভাবে বোঝাবেন যে, আমার এই বিপদ সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর আল্লাহর রাস্তায় পরীক্ষার তুলনায় কিছুই নয়। এভাবে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ ধৈর্য ধারণ করে পূণ্য অর্জন করা সহজ হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

ওয়া'ইযে কওম কী পুখতা খিয়ালী না রহী,
বরকে তব'ঈ না রহী, শে'র মাকালী না রহী,
রহ গয়ী রসমে আযাঁ, রূহে বিলালী না রহী,
ফলসফা রহ গয়া, তলকীনে গাযালী না রহী,
মসজিদেঁ মরসিয়া খঁওয়া হ্যায় কে নামাযী না রহী,
য়া'নী ওহ সাহিবে আওসাফে হিজাযী না রহী।

যুবাইর বিন আওয়ামের পরিবার

সন্তান-সন্ততি

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বিভিন্ন সময়ে মোট নয়টি বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু সন্তান-সন্ততি কেবল ছয়জন স্ত্রীর থেকেই হয়েছিল। যেমন, (১) হযরত আসমা বিনতে আবী বকর সিদ্দীক থেকে আব্দুল্লাহ, উরওয়া, মুনযির, আসিম, মুহাজির খাদীজাতুল কুবরা, উম্মুল হাসান, আয়িশা। (২) বনী উমাইয়ার উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ বিন সাঈদ বিন আল-আস থেকে খালিদ, আমর, হাবীবা, সাওদা, হিন্দ। (৩) বনী কালবের রাবাব বিনতে উনাইফ থেকে মুস'আব, হামযা, রামলা। (৪) বনী সা'লাবার উম্মে জাফর যাইনাব বিনতে মারসাদ থেকে উবাইদা, জাফর। (৫) উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবী মু'আইত থেকে যাইনাব। (৬) বনী আসাদের হালাল বিনতে কায়েস বিন নওফল থেকে খাদীজাতুস সুগরা। رِضْوَانُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن

(আত্ তবাকাতুল কুবরা, সংখ্যা: ৩২, খন্ড ৩, পৃঃ ৭৪)

www.dawateislami.net

হিজরতের পর প্রথম সৌভাগ্যবান নবজাতক

হিজরতে মদীনার পর মুসলমানরা যখন মক্কার মুশরিকদের (অত্যাচার)-থেকে বেঁচে মদীনা শরীফে পৌঁছাল, তখন সেখানকার ইহুদীদের (ষড়যন্ত্র) তাদের (স্বাগত) জানাল। তারা এই propaganda (প্রচার) শুরু করে দিল যে, আমরা মুসলমানদের নারীদেরকে জাদু দ্বারা বন্ধ্যা করে দিয়েছি, এখন তাদের কোনো সন্তান হবে না। অনেক মুসলমান তাদের এই (অর্থহীন) কথায় (চিন্তিত) হয়ে গেল। অবশেষ আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -কে হযরত আব্দুল্লাহর রূপে এক সম্মানিত পুত্র দান করলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে এমন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল যে, তারা খুশিতে এত জোরে "اَللّٰہُ اَکۡبَرُ" এর (স্লোগান) লাগাল যে, (দেয়াল ও দরজা) কেঁপে উঠল। এবং এভাবে ইহুদীদের (জাদু) ভেঙে গেল। **(আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, খন্ড ২, পৃ: ৬২৭)** যেমন, বর্ণিত আছে যে, চোখ খোলার সাথে সাথেই ইসলামের (বসন্ত) দেখা লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম সৌভাগ্যবান হলেন হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জন্মের পর তাঁকে হুজুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার -এ নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি খেজুর নিয়ে তা নিজের (মুখ)-এ রেখে নরম করলেন এবং তারপর তা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুখে দিয়ে দিলেন। সুতরাং, তিনি হলেন প্রথম মুসলিম শিশু, যার মুখে সরওয়ারে কায়েনাত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর লালা মোবারক গিয়েছিল। **(আর রিয়াদুন নাদরা, খন্ড ২, পৃঃ ২৯১)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, নবজাতককে কোনো নেককার ব্যক্তির দ্বারা তাহনীক (মিষ্টি জাতীয় কিছু চিবিয়ে মুখে দেওয়া) করানো উচিত, যাতে শিশু সারা জীবন তার প্রভাব দ্বারা ফয়েযপ্রাপ্ত হতে থাকে।

মাদানী চিন্তা

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলতেন যে, হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের পুত্রদের নাম আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর নামে রেখেছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পর কোনো নবী আসতে পারে না। এবং আমি আমার পুত্রদের নাম শুহাদায়ে কেরামের নামে রেখেছি এই আশায় যে, সেই শহীদদের বরকতে আমার পুত্ররাও এই (চিরস্থায়ী ও শাশ্বত) সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে। যেমন,

- আব্দুল্লাহর নাম সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন জাহশ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নামে।
- মুনযিরের নাম হযরত মুনযির বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নামে।
- উরওয়ার নাম হযরত উরওয়া বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নামে।
- হামযার নাম সাইয়্যেদুশ শুহাদা সায়্যিদুনা আমীর হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নামে।
- জা'ফরের নাম হযরত জা'ফর বিন আবী তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নামে।

www.dawateislami.net

❖ মুস'আবের নাম হযরত মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নামে।

❖ উবাইদার নাম হযরত উবাইদা বিন হারিস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নামে।

❖ খালিদের নাম হযরত খালিদ বিন সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নামে।

❖ আমরের নাম হযরত আমর বিন সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নামে।

(আত্ব তবাকাতুল কুবরা, সংখ্যা: ৩২, খন্ড ৩, পৃঃ ৭৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আকাবিরীন (পূর্বসূরি)-দের থেকে ফয়েয অর্জনের মাদানী চিন্তা বর্তমানে আমীরে আহলে সুন্নাতের সত্তার মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। যেমন, তিনি তাঁর পুত্রদের নাম সরকারে দো আলম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত নামসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করে আহমদ ও মুহাম্মদ রেখেছেন, শিয়ালকোট শহরকে যিয়া কোট, হুজুর সাইয়্যেদী কুতুবে মদীনা হযরত মাওলানা যিয়াউদ্দীন মাদানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নামে (নামকরণ) করেছেন, ফয়সালাবাদকে সরদারাবাদ, মুহাদ্দিসে আ'যম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বরকত গ্রহণ করে নাম দিয়েছেন। এছাড়াও তাঁর প্রশিক্ষণ এবং সেই মাদানী চিন্তারই বরকত যে, আজ দাওয়াতে ইসলামীর পরিষদ -সমূহের নাম যথাসম্ভব বুজুর্গদের থেকে ফয়েয অর্জনের জন্য তাঁদের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

সাহাবা কা গদা হুঁ, আওর আহলে বাইত কা খাদিম,
ইয়ে সব হ্যায় আপ হী কী তো ইনায়েত ইয়া রাসূলাল্লাহ।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আমল থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, একজন মুসলমানের (শরীর, মন, সম্পদ) এবং জান ও মাল ও সন্তান-সন্ততি সবকিছু ইসলামের নামে কুরবান করে দেওয়ার আবেগ থাকা উচিত। এ কারণেই হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের কলিজার টুকরাদের নাম শহীদদের নামে রেখে যেন এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন যে, "হে আল্লাহ! আমার পুত্রদেরকে সত্যের পথে রক্ত ঝরানোর তৌফিক দান করুন, যাতে আমার কলিজার এই টুকরোগুলো জান্নাতের চিরস্থায়ী (নিয়ামত) পেয়ে নিজেদের পরকালের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে পারে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমাদের চিন্তা সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর থেকে কত ভিন্ন হয়ে গেছে এবং এতে এত (বৈপরীত্য)! (কেন)? হায় আফসোস! আমরা পরকালের চিন্তা থেকেও কতটা (উদাসীন) হয়ে গেছি যে, সন্তানদের দুনিয়াবী ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য পুত্রের জন্মের আগেই কিছু লোক তার নাম স্কুলে লিখিয়ে দেয়। আম্বিয়া ও আউলিয়ার নাম থেকে বরকত অর্জনের পরিবর্তে কাফিরদের মতো নাম রাখতে (গর্ব) (অনুভব) করে।" ইসলামের জন্য আমাদের ছেলে কোনো উল্লেখযোগ্য (কীর্তি) স্থাপন করুক" এই চিন্তা তো দূরের কথা, আমরা দাওয়াতে ইসলামীর তিন দিনের মাদানী কাফেলা বা সাপ্তাহিক ইজতেমাতেও তাকে যাওয়ার অনুমতি দিই না। আর কখনো কখনো তো চোখ তখন খোলে, যখন যুবক পুত্র খারাপ সঙ্গের (অভিশাপ) এর কারণে কোনো ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধে জেলের

www.dawateislami.net

(শিকের) পেছনে পৌঁছে পিতামাতার স্বপ্ন চুরমার করে দেয় এবং সমাজে তাদের সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দেয়। হে আল্লাহ! সন্তানদের জন্য আমাদের কষ্টও যেন সেটাই হয়ে যায়, যা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের এই কবিতায় প্রকাশ করেছেন:

মেরী আনে ওয়ালী নস লেঁ তেরে ইশক হী মে মচলেঁ,
ইনহে নেক তুম বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

ফযীলত ও মর্যাদা:

জান্নাতের সুসংবাদ:

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মৃত্যু ২৭৯ হিঃ) তিরমিযী শরীফে একটি বর্ণনা নকল করেছেন যে, সরদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন যে, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'দ, সাঈদ এবং আবু উবাইদা বিন জাররাহ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن সবাই জান্নাতী।

(সুনানে তিরমীযি, হাদিস: ৩৭৬৮, খন্ড ৫, পৃঃ ৪১৬)

দুনিয়া ও আখিরাতের সাহায্যকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রহমতে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان (আত্মত্যাগ) ও (বিশ্বস্ততা)-তে নিজেদের (দৃষ্টান্ত) নিজেরাই ছিলেন। কিন্তু কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর (ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য) এর কারণে তাঁরা দরবারে নবুওয়াত থেকে বিভিন্ন (সম্মান) লাভ করেছেন, যার উপর নিঃসন্দেহে (ঈর্ষা) করা যেতে পারে।

www.dawateislami.net

সুতরাং, যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, সিদ্দীক কে? তবে প্রত্যেকের মুখে একটিই নাম আসবে: আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আর যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, ফারূক কে? তবে সাথে সাথেই আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা উমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর নাম মুখে আসবে। আর যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে, যুন-নূরাইন কে? তবে আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ছাড়া কারো নাম নেওয়া হবে না। আর যদি এই প্রশ্ন হয় যে, আবু তুরাব, হায়দারে কাররার এবং শেরে খোদা কে? তবে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہُ الْکَرِیْم ছাড়া অন্য কারো নাম মুখে আসবে না। ঠিক তেমনি, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে, আচ্ছা বলুন তো, হযরত ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর হাওয়ারী (আত্মত্যাগী সাথী)-দের মতো আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এরও কি হাওয়ারী আছেন? তবে (নির্দ্বিধায়) বলে দিন যে, হ্যাঁ! আমাদের প্রিয় আকা মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এরও হাওয়ারী আছেন। যেমন, বুখারী শরীফে হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বাণী হলো: "প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী থাকে এবং আমার হাওয়ারী হলো যুবাইর বিন আওয়াম।" **(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৩৭১৯, খন্ড ২, পৃ: ৫৩৯)**

এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان -কে (একত্র) করে ইরশাদ করলেন যে, আজ রাতে আমি তোমাদের সকলের

www.dawateislami.net

জান্নাতের স্থান ও মর্যাদা (প্রত্যক্ষ) করেছি। তারপর হুযুর নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক, সায়্যিদুনা উমর ফারূক, সায়্যিদুনা উসমান গণী, সায়্যিদুনা আলী মুরতাযা, সায়্যিদুনা তালহা, সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম এবং সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين এর জান্নাতের স্থান ও মর্যাদা বর্ণনা করলেন এবং হযরত তালহা ও যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين এর দিকে (মনোযোগী) হয়ে ইরশাদ করলেন: "হে তালহা ও যুবাইর! প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী থাকে এবং আমার হাওয়ারী তোমরা দু'জন।" **(মুসনদে বয্যার, হাদিস: ৩৩৪৩, খন্ড ৮, পৃঃ ২৭৮)**

জান্নাতী প্রতিবেশী

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাযা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন যে, আমি নিজের কানে শাহানশাহে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই ইরশাদ করতে শুনেছি: "তালহা ও যুবাইর জান্নাতে আমার প্রতিবেশী হবে।"

(সুনানে তিরমীযি, হাদিস: ৩৭৬২, খন্ড ৫, পৃঃ ৪১৩)

নহী হুসনে আমল কোঈ মেরে আ'মালনামে মে,
তেরী রহমত হি বখশিশ কা সামান ইয়া রাসূলাল্লাহ,
পড়োসী খুলদ মে বদকার কো আপনা বানা লীজিয়ে,
জাহাঁ হ্যায় ইতনে ইহসাঁ আওর ইহসাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ,
মদীনে মে শাহা আত্তার কো দো গজ জমীঁ দেদে,
ওহী হো দাফন ইয়ে তেরা সনা খাঁওয়া ইয়া রাসূলাল্লাহ।

জিবরাইল عَلَیۡہِ السَّلَام এর সালাম:

আমিরুল মোমিনীন হযরত সৈয়্যেদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছয়জন শ্রেষ্ট সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দের নিয়ে একটি শূরা বানালেন যাতে তাঁদের পর মুসলমানরা তাঁদের মধ্যে থেকে কোন একজনের উপর ঐক্যমত হয়ে তাঁকে খলিফা নির্বাচন করেন। এই ছয় সাহাবায়ে কেরাম হযরত উসমান গনি, হযরত আলী, হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং হযরত যুবাইর বিন আওয়াম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ছিলেন। যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জানতে পারলেন যে, কিছু লোকের সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর এই মজলীসে শূরার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁদের সকলের ফজীলত বর্ননা করলেন এবং হযরত সৈয়্যেদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে ইরশাদ করলেন যে, আমি একবার আমার চোখে দেখেছি যে, নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিশ্রাম করছিলেন আর সে সময় সকল সাহাবায়ে কেরাম গণও বিশ্রামরত ছিলেন কিন্তু হযরত সৈয়্যেদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাশে বসা ছিলেন যাতে কেউ তাঁর বিশ্রামের কোন সমস্যা না হয়। হুযুর নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জাগ্রত হওয়ার পার যখন তাঁকে পাশে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন ইরশাদ করলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি এখনো এখানে? আরজ করলেন: জ্বী, হ্যা, ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান!

www.dawateislami.net

তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটা হল জিবরাইল আর তোমাকে সালাম বলছে এবং বলছে যে, আমি কিয়ামতের দিন তোমার সাথে থাকব এমনকি জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তোমার কাছে আসতে দেবনা। (সহীহ বুখারী, হাদিস: ৩৭২০, খন্ড ২, পৃঃ ৫৩৯)

রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর (আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত) বলা:

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, গাযওয়ায়ে আহযাব (৮ শাওয়াল বা যুল-কা'দাতুল হারাম ৫ হিঃ) এর সময় আমি এবং হযরত উমর বিন আবী সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নারীদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলাম। হঠাৎ আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ - কে দুই বা তিনবার বনু কুরাইযার দিকে আসতে-যেতে দেখলাম। ফিরে আসার পর আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: "হে আমার পুত্র! তুমি কি সত্যিই আমাকে দেখেছিলে?" আমি আরজ করলাম: "জী হ্যাঁ!" তখন তিনি জানালেন যে, সরদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন যে, বনু কুরাইযার খবর কে নিয়ে আসবে? তখন আমি এই খিদমত আঞ্জাম দিলাম এবং যখন দরবারে নবুওয়াতের খিদমতে হাজির হলাম, তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার জন্য নিজের সম্মানিত পিতা-মাতাকে (একত্র) করে ইরশাদ করলেন: "فداك ابي و امي" অর্থাৎ, হে যুবাইর, তোমার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান।

(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৩৭২০, খন্ড ২, পৃঃ ৫৩৯)

www.dawateislami.net

দ্বীনের স্তম্ভ

একবার আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরশাদ করলেন যে, যদি আমি কাউকে কোনো দায়িত্ব দিতাম বা আমার পর মাল-সম্পদ ছেড়ে যেতাম, তবে যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে তার হকদার বানাতে পছন্দ করতাম, কারণ তিনি দ্বীনের একটি স্তম্ভ। **(আল মুজামুল কাবীর, হাদিস: ২৩২, খন্ড ১, পৃঃ ১২০)**

সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি

হযরত আবু ইসহাক সাবিয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন যে, আমি এক মজলিসে উপস্থিত বিশ জনেরও বেশি সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان -কে জিজ্ঞেস করলাম যে, সরদারে দো'আলম হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে 'কারীমুন নাস' (মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত) কে ছিলেন? তখন সকলেই এই উত্তর দিলেন যে, দরবারে নবুওয়াতের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم সবচেয়ে সম্মানিত ছিলেন।

(আল ইস্তিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, সংখ্যাঃ৮১১, খন্ড, ২, পৃঃ ৯২)

সততা

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী, সায়্যিদুনা মিকদাদ, সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সহ অন্যান্য সাতজন মহান সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন

www.dawateislami.net

আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আমানত ও সততার কারণে তাঁকে নিজেদের পর নিজেদের মালের (অভিভাবক) নিযুক্ত করেছিলেন। সুতরাং, হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুব সততার সাথে তাঁদের মালের নিরাপত্তা দিতেন এবং তাঁদের সন্তানদের উপর নিজের উপার্জন থেকে খরচ করতেন।

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড ১৮, পৃঃ ৩৯৭)

সফল ব্যবসায়ী

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। একবার তাঁকে সফল ব্যবসায়ী হওয়ার রহস্য জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: "আমি কখনো না দেখে কোনো জিনিস কিনিনি এবং কম লাভে কখনো (প্রত্যাখ্যান) করিনি। আর আল্লাহ পাক যাকে চান, বরকত দ্বারা ধন্য করেন।"

(আল ইস্তিয়াব, খন্ড, ২, পৃঃ ৯২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে আমাদের সেই ভাইদের জন্য নসিহত রয়েছে, যারা সবসময় বেশি থেকে বেশি লাভ অর্জনের চেষ্টায় থাকে এবং এভাবে অহেতুক লাভ অর্জনের চেষ্টায় মুসলমানদের জন্য আরও (দুশ্চিন্তা) এবং নিজেদের জন্য বে-বরকতির (উপকরণ) তৈরি করে।

দান-সদকা

বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এক হাজার গোলাম ছিল, যারা তাঁকে জমির ফসল ও ফিদিয়া (মুক্তিপণ) ইত্যাদি দিত। কিন্তু এর থেকে একটি দিরহামও তাঁর

www.dawateislami.net

ঘরে প্রবেশ করত না, বরং তিনি সমস্ত মাল সদকা (দান) করে দিতেন। **(উমদাতুল ক্বারী, খন্ড ১০, পৃঃ ৪৬৪)**

একবার হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের একটি ঘর ছয় লাখ দিরহামে বিক্রি করলেন। তখন তাঁকে আরজ করা হলো: "হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনার তো (লোকসান) হয়ে গেল।" তখন তিনি ইরশাদ করলেন: "কখনোই না, আল্লাহর কসম! তোমরা জেনে রাখবে যে, আমি (লোকসান) উঠাইনি, কারণ আমি এই মাল আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিয়েছি।" **(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৪)**

মক্কা বিজয়ের সময় বাহিনীর বাম পার্শ্বের সেনাপতি

রমযানুল মুবারক ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় হযরত যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামী সেনাবাহিনীর (বাম পার্শ্ব) এর সেনাপতি ছিলেন এবং হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (ডান পার্শ্ব) এর সেনাপতি ছিলেন।

(আত্ব তবাকাতুল কুবরা লিইবনে সাদ, সংখ্যা: ৩২, খন্ড, ৩, পৃঃ৭৭)

বদরের যুদ্ধের অশ্বারোহী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বদরের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের কাছে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল এবং তার মধ্যে একটি ঘোড়ার উপর হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (আরোহী) ছিলেন। **(আল মুসান্নাফ লিইবনে শায়বা, হাদিস:১০, খন্ড ৭, পৃঃ ৫১১)**

www.dawateislami.net

গনীমতের সম্পদে অংশ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, হযরত যুবাইর এর জন্য (গনীমতের মাল থেকে) চারটি (অংশ) (নির্ধারিত) ছিল: দুটি তাঁর ঘোড়ার কারণে, একটি নিজে জিহাদে অংশ নেওয়ার কারণে এবং চতুর্থটি (আত্মীয়তা) অর্থাৎ, হুজুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে মিলত।

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড ১৮, পৃঃ ৩৮৪)

রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ডাকে সাড়া দানকারী:

কুরআন পাকে রয়েছে:

اَلَّذِیۡنَ اسۡتَجَابُوۡا لِلّٰہِ وَ الرَّسُوۡلِ مِنۡۢ بَعۡدِ مَاۤ اَصَابَہُمُ الۡقَرۡحُ ٭ۛ لِلَّذِیۡنَ اَحۡسَنُوۡا مِنۡہُمۡ وَ اتَّقَوۡا اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ

(পারা ৪, আলে ইমরান: ১৭২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঐ সব লোক, যারা আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দিয়ে হাযির হয়েছে এরপর যে, তারা যখমপ্রাপ্ত হয়েছিলো, তাদের মধ্যেকার নেককার ও পরহেযগারদের জন্য মহা সাওয়াব রয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا নিজের ভাগ্নে হযরত উরওয়াকে এই আয়াত মোবারকের শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করলেন: "হে আমার ভাগ্নে! তোমার নানা অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং তোমার পিতা হযরত যুবাইর বিন আওয়ামও সেই লোকদের মধ্যে ছিলেন। নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে যখন উহুদের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ থেকে কঠিন (আঘাত) সহ্য করতে হয়েছিল, তখন এই

www.dawateislami.net

(আশঙ্কা) দেখা দিল যে, তারা হয়তো পুনরায় হামলা করবে। তাই হুজুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "কে আছে যে মুশরিকদের অবস্থা জেনে আসবে?" তখন সেই সময় যে সত্তরজন সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর (আদেশ)-এ লাব্বাইক (হাজির) বলতে বলতে নিজেদেরকে এই খিদমতের জন্য পেশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও ছিলেন। **(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৪০৭৭, খন্ড ৩, পৃঃ ৪৩)**

ইখলাসের (একনিষ্ঠতা) সাক্ষ্য

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সূরা বাকারার আয়াত মোবারক:

وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّشۡرِیۡ نَفۡسَهُ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوۡفٌۢ بِالۡعِبَادِ

(পারা ২, আল-বাকারাহ: ২০৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর কোনো কোনো মানুষ আপন আপন আত্মাকে বিক্রি করে আল্লাহর সন্তুষ্টির তালাশে। আর আল্লাহ বান্দাদের উপর দয়াবান।

এর শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: এই আয়াতে মোবারকাটি হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর (ব্যাপারে) নাযিল হয়েছিল। যখন কাফিররা হযরত খুবাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -কে (শূল)-এ (ঝোলানো)-র জন্য বের হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাফিরদেরকে বললেন: (আমাকে দুই রাকাত নামাযের সুযোগ দাও)। সুযোগ পাওয়ার পর অত্যন্ত (ভক্তি ও বিনয়) এর

www.dawateislami.net

সাথে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নামায আদায় করলেন। সালাম ফেরানোর পর ইরশাদ করলেন: "মন তো চাইছিল জীবনের শেষ নামাযটিকে আরও দীর্ঘ করি, কিন্তু এই জন্য তাড়াতাড়ি শেষ করলাম, যাতে তোমরা মনে না করো যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে দীর্ঘায়িত করছি।" তারপর কাফিরদেরকে বললেন:

ولست ابالي حين اقتل مسلما

علي اي جنب كان في الله مصرعي

(অর্থাৎ, আমার সমাপ্তি ইসলামের উপর হচ্ছে, আমার এখন কোনো পরোয়া নেই যে, আমাকে কোন দিকে শূলে চড়ানো হবে। কারণ, যে দিকেই আমার প্রাণ আল্লাহর কাছে (উৎসর্গ) হবে, তার (গণনা) আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়-কে মানা লোকদের মধ্যেই হবে।)

তারপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (ব্যাকুল) হয়ে আরজ করলেন: "হে আমার মওলা! তুমি জানো যে, এখানে আমার এমন কোনো (সাথী) নেই, যে তোমার মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দেবে। সুতরাং, তুমি নিজেই আমার সালাম পৌঁছে দিও।"

আয়ে সবা মুস্তফা সে কেহ দেনা,
গাম কে মারে সালাম কেহতে হ্যায়,
ইয়াদ করতে হ্যায় তুম কো শাম ও সাহার,
গাম কে মারে সালাম কেহতে হ্যায়।

www.dawateislami.net

আর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কী চমৎকার বলেছেন:

ম্যায় জো ইঁউ মদীনে যাতা তো কুছ আওর বাত হোতী,
কভী লোট কর না আতা তো কুছ আওর বাত হোতী।
বযবানে যাইরী তো মাই সালাম ভেজতা হো
কভী খুদ সালাম লাতা তো কুছ আউর বাত হোতী
মেরী আঁখ যব ভি খুলতী তেরী রহমতো ছে আকা
তুঝে ছামনেহিই পাতা তো কুছ আউর বাত হোতি
কিউ মদীনা ছোড় আয়া তুঝে কিয়া হোয়া আত্তার
ওযাহী ঘর আগর বছাতা তো কুছ আউর বাত হোতি

এই সময় কাফিররা (বর্শার)- উপর্যুপরি আঘাতে তাঁকে -কে শহীদ করে দিল। ওদিকে (প্রেমিক) এর (প্রকৃত আকুতি) কাজে এলো এবং নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে তাঁর (করুণ অবস্থা) এর খবর পৌঁছে গেল।

ফরিয়াদ উম্মতী জো করে হালে যার মে,
মুমকিন নহী কে খায়রে বাশার কো খবর না হো।

(উম্মত যখন করুণ অবস্থায় ফরিয়াদ করে, এটা সম্ভব নয় যে, মানবশ্রেষ্ঠের কাছে খবর পৌঁছাবে না।)

তখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে খুবাইবের (পার্থিব শরীর) শূল থেকে নামিয়ে আনবে, তার জন্য জান্নাত।" হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাকুল হৃদয়ের এই আহ্বানে সাথে

www.dawateislami.net

সাথে লাব্বাইক (হাজির) বলতে বলতে আরজ করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি এবং আমার সাথী হযরত মিকদাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই সৌভাগ্যের জন্য (উপস্থিত) আছি।"

যখন মদীনার তাজদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দুই (দূত) দিন-রাত সফর করে সেই স্থানে পৌঁছালেন, তখন দেখলেন যে, কাফির (দুশ্চরিত্র)-রা শূলের চারপাশে চল্লিশজন (বর্শাধারী) পাহারাদার (দাঁড়) করিয়ে রেখেছে এবং হযরত খুবাইব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর (পবিত্র শরীর) চল্লিশ দিন (অতিক্রম)-হওয়ার পরেও একদম তরতাজা ছিল।

যবীঁ ম্যায়লী নহী হোতী, দহন ম্যায়লা নহী হোতা,
গুলামান-ই-মুহাম্মদ কা কফন ম্যায়লা নহী হোতা।

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খুব (চতুরতার)- সাথে আশেকে মুস্তফার (পবিত্র লাশ) ঘোড়ার উপর রাখলেন এবং চলতে লাগলেন। কিন্তু এরই মধ্যে সত্তরজন কাফির না-ফরমান তাঁকে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঘিরে ফেলল। তখন তিনি (বাধ্য হয়ে) (পার্থিব শরীর) মাটিতে রাখামাত্রই প্রেমিকের বিরহে আগে থেকেই ব্যাকুল জমিন লাশটিকে চিরকালের জন্য নিজের কোলে নিয়ে নিল। এ কারণেই হযরত খুবাইব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে بلیع الارض

(জমিন দ্বারা গ্রাসকৃত) উপাধিতে (স্মরণ) করা হয়

তখন হযরত যুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কাফিরদের দিকে (মনোযোগী) হয়ে বললেন: "হে কুরাইশ গোষ্ঠী! তোমাদের

www.dawateislami.net

আমাদের বিরুদ্ধে তরবারি তোলার (দুঃসাহস) কীভাবে হলো?” তারপর নিজের (পাগড়ি) মাথা থেকে নামিয়ে বলতে লাগলেন: “আমাকে চেনো! আমি যুবাইর বিন আওয়াম, আমার মাতা হুজুর সাইয়্যেদে আলম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফু হযরত সাফিয়্যাহ।” এবং আমার সঙ্গী মিকদাদ বিন আসওয়াদ। আমরা দু'জনই নিজেদের শিকারকে পলকের মধ্যে আক্রমনকারী সিংহ। এখন তোমাদের ইচ্ছা, চাইলে (যুদ্ধ করো) আর চাইলে আমাদের রাস্তা ছেড়ে নিজেদের পথে ফিরে যাও।” কাফিররা উভয়ের রাস্তা ছেড়ে পেছনে হটতেই (নিরাপত্তা) মনে করল। যখন এই দু'জন দরবারে মুস্তফায় হাজির হলেন, তখন হযরত জিবরীল আমীন عَلَیْہِ السَّلَام খিদমতে হাজির হয়ে তাঁদের দুজনের (ব্যাপারে) এই মহান (সুসংবাদ) শোনালেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আজ তো ফেরেশতারাও আপনার এই দুই সাথীর উপর (গর্ব) করছে।” এবং সাথে সাথেই এই আয়াত মোবারক:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَّشْرِیْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ

(পারা ২, আল-বাকারাহ: ২০৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর কোনো কোনো মানুষ আপন আপন আত্মাকে বিক্রি করে আল্লাহর সন্তুষ্টির তালাশে।

তিলাওয়াত করলেন। **(আর রিয়াদুন নাদরা, খন্ড ২, পৃঃ ২৭৯)**

اللّٰہ اللّٰہ! সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর (মুস্তফার প্রেমের আবেগের উপর (মারহাবা শত কোটিমারহাবা)! শেষ নিঃশ্বাস, কিন্তু পরিবার-পরিজন বা ধন-সম্পদ এর পরিবর্তে কেবল) কিসেরইচ্ছা? শুধু দুই রাকাত নামাযের।

www.dawateislami.net

জান দী, দী হুঈ উসী কী থী,
হক তো ইয়ে হ্যায় কে হক আদা না হুয়া।

হায়! আমাদের যেন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان দের ইশকে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোটি ভাগের এক ভাগও (অর্জিত) হয়। তাঁরা তরবারির ছায়াতলে, শূল সামনে থাকা সত্ত্বেও ইশকে -মুস্তফা এবং মুস্তফার বিরহে ব্যাকুল হচ্ছেন, মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। আর আমরা, যারা জিহ্বা পর্যন্ত তো প্রেমিক, কিন্তু অবস্থা এই যে, মহব্বতে রাসূলে বাবরি (চুল) রাখা তো দূরের কথা, দাড়ি শরীফ নিজের হাতে কেটে নোংরা নালায় ফেলে দিই। নামায আমাদের আকার চোখের (শীতলতা), আর আমরা, যারা মহব্বতে রাসূলে তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা, ফজরের নামাযেও উঠতে পারি না। হে আল্লাহ! সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর (উসিলায়) আমাদের (প্রকৃত) আশেকে রাসূল বানিয়ে দিক।

মেরী আনে ওয়ালী নসলেঁ তেরে ইশক হী মে মচলেঁ,
ইনহে নেক তুম বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

সায়্যিদুনা যুন-নূরাইন এর সাক্ষ্য:

এক বছর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর (নাক দিয়ে রক্ত পড়া) এর রোগ দেখা দিল, যা এত (প্রবল) রূপ ধারণ করল যে, হজ্জ আদায়েও (বাধা) হয়ে দাঁড়াল। তিনি নিজের (অবনতিশীল স্বাস্থ্য) বুঝতে পেরে নিজের অসীয়ত (উইল)-ও লিখে ফেললেন। এই সময় কুরাইশের এক

www.dawateislami.net

ব্যক্তি খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করল: "হে মহান! নিজের পর কাউকে খলিফা মনোনীত করে দিন।" এতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "এটা কি শুধু তোমার রায়, নাকি কওমের দাবি?" সে আরজ করল: "কওমের দাবি।" তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার মতে কে খিলাফতের পদের জন্য যোগ্য?" এর উপর সে কোনো উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পর হযরত হারিস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -ও খিদমতে হাজির হয়ে কওমের একই দাবি পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ জিজ্ঞেস করলেন: "কাকে বানাব?" উত্তরে হযরত হারিস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -ও (চুপ) রইলেন। তখন আমীরুল মু'মিনীন নিজেই ইরশাদ করলেন যে, কওমের রায় সম্ভবত হযরত যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর (পক্ষে) হবে। এর উপর হযরত হারিস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর (সমর্থন) করতে গিয়ে আরজ করলেন: "একদম, কওমের রায় তাঁরই (পক্ষে)।" তখন হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করলেন: "সেই সত্তার কসম, যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ (ক্ষমতার অধীন)-এ আমার প্রাণ! আমার যতদূর (জ্ঞান) আছে, তিনি কওমের (সর্বোত্তম) ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে তাঁর খুব (ভালোবাসা) ছিল।" **(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৩৭১৭, খন্ড ২, পৃঃ ৫৩৯)**

জ্বীনদের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ:

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন যে, একবার রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আমাদেরকে মসজিদে নববী শরীফে নামায পড়ালেন, তারপর আমাদের দিকে (মনোযোগী) হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমাদের মধ্যে কে আজ রাতে জ্বীনদের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমার সাথে যাবে?" সকলেই (চুপ) রইল, কেউ কোনো উত্তর দিল না। এমনকি তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই প্রশ্ন তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। তখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার হাত ধরলেন এবং নিজের (রহমতের আঁচলে নিয়ে চলতে লাগলেন। দীর্ঘ সফর করা সত্ত্বেও পথের মধ্যে কিছুই (অনুভব) হলো না। আমরা এত দূরে পৌঁছে গেলাম যে, মদীনার বাগানগুলো পেছনে পড়ে গেল এবং বাওয়ার নামক স্থানে পৌঁছালাম।

হঠাৎ সেখানে কিছু লোক (দৃষ্টিগোচর) হলো, যারা (বর্শা) এর মতো লম্বা এবং পা পর্যন্ত লম্বা কাপড় পরিহিত ছিল। তাদের দেখে আমার উপর (ভয়) (আপতিত) হয়ে গেল, এমনকি আমার পা ভয়ে কাঁপতে লাগল। তারপর যখন আমরা তাদের আরও কাছে পৌঁছলাম, তখন সরওয়ারে কায়েনাত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের (পবিত্র) পা দিয়ে জমিনে একটি গোল (বৃত্ত) এঁকে আমাকে বললেন: "এর মধ্যে বসে যাও।" আমি এর মধ্যে বসতেই সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল। নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরও এগিয়ে গেলেন এবং জ্বীনদের উপর কুরআন কারীমের তিলাওয়াত পেশ করলেন এবং সকাল হওয়ার সময় (ফিরে) আমার কাছে এলেন এবং আমাকে সাথে চলার জন্য বললেন। আমি সাথে সাথে চলতে লাগলাম। এই সময় আমরা একদম অচেনা জায়গায় পৌঁছে

www.dawateislami.net

গেলাম। তখন সরওয়ারে কায়েনাত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে বললেন: "গভীর (মনোযোগ দাও) এবং দেখো, তোমার প্রথমে (দৃষ্টিগোচর) হওয়া জিনিসগুলোর মধ্যে কী (দৃষ্টিগোচর) হচ্ছে?" আমি আরজ করলাম: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খুব বড় একটি (দল) দেখতে পাচ্ছি।" সরওয়ারে কায়েনাত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের (পবিত্র হাত) দ্বারা জমিন নরম করে কিছু নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং তারপর ইরশাদ করলেন: "এই কওম জ্বীনদের একটি (প্রতিনিধি দল) ছিল, যারা সঠিক পথে এসে গেছে।" **(আর রিয়াদুন নাদরা, খন্ড ২, পৃঃ ২৭৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, সরওয়ারে কায়েনাত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর (ফয়েযের দৃষ্টি)- দ্বারা হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চোখ তা-ই দেখেছিল, যা অন্যরা দেখতে পায়নি।

সর-এ-আরশ পর হ্যায় তেরী গুযার,
দিল-এ-ফরশ পর হ্যায় তেরী নযর,
মলাকূত ও মুলক মে কোঈ শ্যায় নহী,
ওহ জো তুঝ পে 'আয়াঁ নহী।

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃঃ ৬৬)

আল্লাহর ভয়

হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন যে, আমি সায়্যিদুনা যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে আরজ করলাম: "আপনি

www.dawateislami.net

হাদীসে মোবারকা কেন বর্ণনা করেন না যেমনটি অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان করেন?” তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উত্তর দিলেন: “আল্লাহর কসম! আমি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি, সবসময় সৈয়্যেদুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে থেকেছি। কিন্তু (হাদীসে মোবারকা বর্ণনা না করার কারণ এই যে,) আমি হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছি: 'যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।” **(সহীহ বুখারী, খন্ড ১, পৃঃ ৫৭, হাদিস: ১০৭)**

হাফিয ইবনে আসাকির رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ “তারিখে মদীনা দামিশক” (যা “তারিখে ইবনে আসাকির” নামে পরিচিত) এ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিজের ব্যাক্তি সত্তার উপর এই ভয় করতেন না যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাতে মিথ্যার কোনো (মিশ্রণ) করবেন। বরং, ভুল-ত্রুটির কারণে (বিকৃতি ও সংযোজন) হওয়ার আশঙ্কার কারণে সেই সময় পর্যন্ত তিনি হাদীস পাক বর্ণনা করতেন না, যতক্ষণ না তার (নিশ্চিত)-ভাবে রাসূলের বাণী হওয়া (প্রমাণিত) হতো।

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড ১৮, পৃঃ ৩৩৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, কোনো (উক্তি)-কে শুধু (সন্দেহ) বা (প্রবল ধারণা) এর উপর ভিত্তি করে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা জায়েয নয়, যতক্ষণ না এটি (পূর্ণ নিশ্চয়তা) এর সাথে জানা যায় যে, (উক্তি)-টি হাদীস পাকই।

www.dawateislami.net

তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ

শাহানশাহে মদীনা, কালব ও সীনার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রতিদিন সকালে একজন (আহ্বানকারী) আওয়াজ দেয়: '(দোষ-ত্রুটি থেকে) বাদশাহ (অর্থাৎ, আল্লাহ পাক) এর পবিত্রতা বর্ণনা করো'।" **(সুনানে তিরমীযি, হাদিস: ৩৫৮০, খন্ড ৫, পৃঃ ৩৩১)**

আশারায়ে মুবাশশারার সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দশটি ফযীলত

(১) সরদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারী থাকে এবং যুবাইর আমার হাওয়ারী এবং আমার ফুফুর ছেলে।" **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড ১৮, পৃঃ ৩৭০)**

(২) সরদারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে যুবাইর! ইনি জিবরীল, এবং তোমাকে সালাম বলছেন এবং বলছেন যে, আমি কিয়ামতের দিন তোমার সাথে থাকব, এমনকি জাহান্নামের (স্ফুলিঙ্গ) তোমার কাছে আসতে দেব না।" **(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৪)**

(৩) ইহুদী পালোয়ান মারহাবের ভাই ইয়াসিরকে জাহান্নামে পাঠানোর পর মদীনার তাজদার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে তাঁর (অভ্যর্থনা) এর জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর সাথে (আলিঙ্গন করে) দুই চোখের মাঝখানে (চুম্বন) দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "আমার চাচা ও মামা তোমার উপর কুরবান।" **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড ১৮, পৃঃ ৩৮১)**

www.dawateislami.net

(৪) হযরত উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "হযরত যুবাইর ইসলামের স্তম্ভগুলোর মধ্যে একটি স্তম্ভ।" **(আর রিয়াদুন নাদরা, খন্ড২, পৃঃ ২৮২)**

(৫) আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তালহা ও যুবাইর জান্নাতে আমার প্রতিবেশী হবে।"

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড ১৮, পৃঃ ৩৯১)

(৬) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ইরশাদ করেন: "হযরত যুবাইর বিন আওয়াম সেই লোকদের মধ্যে, যাদের সম্পর্কে কুরআন পাকে রয়েছে যে, এরা সেই লোক, যারা (আহত) হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর (আদেশ)-এ لبیک (হাজির) বলেছিল।" **(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৮)**

(৭) বদরের দিন ফেরেশতারা হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মতো হলুদ রঙের (পাগড়ি) এর (মুকুট) সাজিয়ে নাযিল হয়েছিলেন।

(আল মুস্তদরাক আলাস সহীহাইন, হাদিস: ৫৬০৮, খন্ড ৪, পৃঃ ৪৩৮)

(৮) আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেছেন: "সেই সত্তার কসম, যার কুদরতী হাতে আমার প্রান (ক্ষমতার অধীন)-! আমার যতদূর (জ্ঞান) আছে, হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কওমের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে তাঁর খুব (ভালোবাসা) ছিল।" **(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৩৭১৭, খন্ড ২, পৃঃ ৫৩৯)**

(৯) তাজদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়াত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم - তাঁর জন্য নিজের সম্মানিত পিতা-মাতাকে (একত্র) করে

www.dawateislami.net

ইরশাদ করলেন: "فِدَاکَ اَبِیْ اُمِّیْ وَ" অর্থাৎ, হে যুবাইর! তোমার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান। (প্রাগুপ্ত, হাদিস: ৩৭২০, পৃঃ৫২০)

(১০) সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি হুজুর নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিরাপত্তা ও সমর্থনে তরবারি উত্তোলন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ।

(হিলিয়াতুল আউলিয়া, সংখ্যা: ৬, হাদিস: ২৮০, খন্ড ১, পৃঃ ১৩২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ জান্নাতী হওয়ার (গ্যারান্টি) পাওয়া সত্ত্বেও সারা জীবন (জগতের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি) অর্জনে ব্যয় করেছেন, দ্বীন ইসলামের জন্য এমন কুরবানী দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য (আদর্শ)। বরং তিনি তো নিজের প্রাণই ইসলামের উপর কুরবান করে দিয়েছেন এবং শাহাদাতের (মহিমান্বিত) মর্যাদায় (অধিষ্ঠিত) হয়েছেন। যেমন...

শাহাদাত

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ যখন জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ) ছেড়ে (ফিরে) যাচ্ছিলেন, তখন ইবনে জুরমুয (পশ্চাদ্ধাবন) করে آپ -কে (প্রতারণার)- মাধ্যমে শহীদ করে দেয়। এই যুদ্ধ বৃহস্পতিবার ১১ই জুমাদাল উখরা ৩৬ হিজরীতে হয়েছিল। (আল মুস্তাদরাক, হাদিস: ৫৬২৮, খন্ড ৪, পৃঃ ৪৪৫) তাঁর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ মাযার মোবারক ইরাকের সেই শহরে অবস্থিত, যার নামই "মদীনাতুয যুবাইর"।

www.dawateislami.net

হত্যাকারীকে জাহান্নামের সংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হত্যাকারী ইবনে জুরমুয আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم এর খিদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরশাদ করলেন: "যুবাইরের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর শুনিয়ে দাও।" **(প্রাগুক্ত, হাদিস: ৫৬৩২, খন্ড ৪, পৃঃ ৪৪৭)**

ঋণ পরিশোধ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন যে, জঙ্গে জামালের সময় আমার সম্মানিত পিতা (হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) নিজের ঋণ পরিশোধের জন্য আমাকে অসীয়ত (উইল) করলেন এবং বললেন: "যদি তুমি আমার ঋণ পরিশোধে (অক্ষম) হয়ে যাও, তবে আমার মওলার কাছে সাহায্য চেয়ো।" তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারিনি যে, মওলা দ্বারা তাঁর কী উদ্দেশ্য। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম: "হে আব্বা! আপনার মওলা কে?" তখন তিনি ইরশাদ করলেন: "আমার মওলা হলেন রাব্বে কায়েনাত (জগতের প্রতিপালক)।" সুতরাং, তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঋণ পরিশোধে এমন (অদৃশ্য) সাহায্য হলো যে, আল্লাহর কসম! বিন্দুমাত্র কষ্ট বা বোঝার (অনুভূতি) হলো না। কারণ, যখনই আমি কোনো (দুশ্চিন্তা) বা (অভাব) অনুভব করতাম, হাত তুলে আরজ করতাম: "হে যুবাইরের মালিক ও মওলা! তাঁর ঋণ পরিশোধে (অদৃশ্য) সাহায্য করুন।" (দোয়া) চাওয়ামাত্রই উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেত।

www.dawateislami.net

তিনি বলেন যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শাহাদাতের (পানপাত্র পান) করলেন, তখন তিনি কোনো দিরহাম বা দীনার রেখে যাননি। তাঁর ত্যাজ্য সম্পদে শুধু 'গাবা'-র কিছু জমিন এবং কিছু (প্রায় পনেরোটি) ঘর ছিল। আর ঋণের কারণ এই ছিল যে, যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে আমানত রাখার জন্য আসত, তখন তিনি বলতেন: "আমানত নয়, ঋণ, কারণ আমার এটা (নষ্ট) হওয়ার আশঙ্কা আছে।" সুতরাং, যখন আমি হিসাব করলাম, তখন তা বিশ লাখ (২০, ০০, ০০০) দিনার হলো। তাই আমি সেই ঋণ পরিশোধ করে দিলাম। এছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর (কর্মপদ্ধতি) এই ছিল যে, তিনি চার বছর পর্যন্ত হজ্জের মৌসুমে এই ঘোষণা করাতেন যে, "যে হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর থেকে ঋণ নিতে চায়, সে এসে নিয়ে যাক।" যখন চার বছর অতিক্রান্ত হলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বাকি মাল ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন) করে দিলেন। তাঁর ওয়ারিশদের মধ্যে চারজন বিধবা স্ত্রী ছিলেন, যাঁদের প্রত্যেকে বারো বারো লাখ (১২,০০,০০০) দিরহাম পেয়েছিলেন।

(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৩১২৯, খন্ড ২, পৃঃ ৩৫০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনী থেকে আমরা গুনাহ থেকে বাঁচার, নেকী করার, দুনিয়া থেকে (বিমুখ) হওয়ার এবং পরকালের চিন্তায় মগ্ন থাকার মাদানী চিন্তা পাই। এবং শুধু এটাই নয়, বরং তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদেরকে (জগতের প্রতিপালকের

www.dawateislami.net

সন্তুষ্টি) অর্জনের জন্য জান ও মাল আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করার দাওয়াত দিচ্ছে।

সুতরাং, অলসতা ছাড়ুন এবং সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর জীবনীর উপর আমল করতে করতে দুনিয়ার এই (সংক্ষিপ্ত) জীবনে নেকীর এমন একটি (ভান্ডার) করার চেষ্টা করুন, যা পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য কাজে আসবে। হে আল্লাহ! আমরা যেন হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনীর উপর আমলকারী হয়ে যাই এবং যেভাবে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার পরেও সারা জীবন নেকী করতে থেকেছেন এবং খোদায়ে আহকামুল হাকিমীন (সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের) (গোপন পরিকল্পনা) থেকে ভয় পেতে থেকেছেন, আমাদের জীবনেরও প্রতিটি মুহূর্ত যেন (জগতের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি) অর্জনে কেটে যায়। যেমন,

কুরআন ও সুন্নাহর বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন "দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে যুক্ত হয়ে আশেকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় মুসাফির হয়ে নিজেও সুন্নতের (আমলকারী) হয়ে যান এবং সারা দুনিয়ায় সুন্নতে মুস্তফার (ডঙ্কা) বাজিয়ে দিন। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ (উপদেশ) দিতে গিয়ে কী চমৎকার ইরশাদ করেছেন:

মুখতসর সী যিন্দেগী হ্যায় ভাইয়োঁ! নেকিয়াঁ কীজিয়ে না গফলত কীজিয়ে,
গর রযায়ে মুস্তফা দরকার হ্যায়, সুন্নতোঁ কী খুব খিদমত কীজিয়ে।

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র ও বিজ্ঞাপন

(১) আল কোরআনুল কারিম, কালামে বারী তায়ালা
(২) তরজুমায়ে কানযুল ঈমান, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা ১৩৪০ হিঃ
(৩) খযাইনুল ইরফান, সদরুল আফাজিল নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদি, ১৩৬৭হিঃ
(৪) সহীহুল বুখারী, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী ২৫৬ হিঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা
(৫) সুনানে ইবনে মাজাহ, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, ২৭৩ হিঃ, দারুল মারিফা, বৈরুত
(৬) সুনানে তিরমীযি, ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমীযি, ২৭৯ হিঃ, দারুল ফিকির বৈরুত
(৭) আল মুজামুল কবীর, আল হাফেজ সোলাইমান বিন আহমদ ত্বাবরানী ৬০৩ হিঃ, দারু এহয়াতুত তুরাছুল আরবি।
(৮) মুসনদে আবি ইয়ালা, ইমাম আহমদ বিন আলী মাসনা তামীমি ৩০৭হিঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া।
(৯) আল মুস্তাদরক, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরি, ৪০৫হিঃ, দারুল মারিফা, বৈরুত।
(১০) মুসনদে বায্যার, ইমাম আহমদ বিন আমর বিন আব্দুল খালিক বয্যার ২৯২ হিঃ।
(১১) আল বাহরুয যখার, ইমাম আহমদ বিন আমর বিন আব্দুল খালিক বয্যার ২৯২ হিঃ, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হেকম।
(১২) উমদাতুল ক্বারী, ইমাম আল্লামা বদর উদ্দিন মাহমুদ বিন আহমদ আইনি, ৮৫৫হিঃ, দারুল ফিকির।
(১৩) আল মুসান্নাফ লিইবনে আবি শায়বা, হাফেজ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন্ আবি শায়বা ২৩৫ হিঃ, দারুল ফিকির।
(১৪) মারিফাতুস সাহাবা, ইমাম আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ৩০৪ হিঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা।
(১৫) আল ইস্তিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ইমাম আবু আমর ইউসুফ বি আব্দুল্লাহ ৬৩৪হিঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা।
(১৬) মুজামুস সাহাবা, আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ আল বাগভী, ৩১৭ হিঃ, মাকতাবা দারুল বয়ান দৌলাতুল কুয়েত।
(১৭) আল আসাবা ফি তামিযীজ সাহাবা, আল হাফেজ আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী ৮৫২ হিঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা।

www.dawateislami.net

(১৮) হিলিয়াতুল আউলিয়া, ইমাম আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ইস্পাহানী ৪৩০ হিঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা।
(১৯) আল ওয়াফি ওয়াল ওয়াফিয়াত, সালাহ উদ্দিন খলিল বিন আইবেক আস সফদী ৭৬৪হিঃ, দারু ইহয়াউত তুরাসীল আরবি।
(২০) আর রিয়াদুন নাদরা, ইমাম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল মুহিব ত্বারী ৯৬৪হিঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা।
(২১) আত্ব ত্বাবাকাতুল কুবরা, আল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাদ আল বসরী ৩০২ হিঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা।
(২২) আস সীরাতুন নববীয়া লিইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক বিন হিশাম ২১৩ হিঃ, দারুল মারিফা।
(২৩) তারিখে মদীনা দামেস্ক, আল হাফেজ আবুল কাসেম আলী বিন হাসান আশ শাফেঈ, প্রশিদ্ব ইবনে আসাকীর, ৭১৫ হিঃ, দারুল ফিকির।
(২৪) কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াকেদী, মুহাম্মদ বিন আমর ওয়াকেদী, ২০৭ হিঃ, মুয়াস্সাতুল আলামী লিলমাতবুয়াত।
(২৫) তারিখুল ইসলাম, ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান আয যাহাবী, ৪৮৭হিঃ, দারুল কুতুবুল আরবি।
(২৬) আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, হাফেজ ইবনে আসাকীর, ৭৭৪ হিঃ, দারুল ফিকির।
(২৭) কারামাতে সাহাবা, শায়খুল হাদিস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আজমী, ১৪০৬ হিঃ, মাকতাবাতুল মদীনা।
(২৮) বাহারে শরীয়ত, সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজদ আলী আজমী, মাকতাবাতুল মদীনা।
(২৯) দালাইলুল খয়রাত, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ সোলাইমান জাযুলী, ৮৭০ হিঃ, জিয়াউল কোরআন পাব্লিবেশনস।
(৩০) হাদায়িখে বখশিশ, আ'লা হযরত আহমদ রযা খাঁন, ১৩৪০ হিঃ, মাকতাবাতুল মদীনা।
(৩১) ওয়াসাইলে বখশিশ, আমিরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী, মাকতাবাতুল মদীনা।

www.dawateislami.net

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" إن شاء الله নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। إن شاء الله.

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net